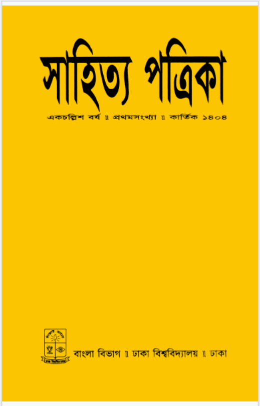

Vol. 41 | No. 1 | 1997

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছোটগল্পে মধ্যবিত্তজীবন : স্বরূপ উন্মোচন

Volume	41
Issue	1
Year	1997
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Seraj Salekeen
Published online	October 1, 1997
DOI	10.62328/sp.v41i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i1.1
Pages	5-34
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছোটগল্পে [illegible] : স্বরূপ উন্মোচন

Check for updates

সিরাজুল ইসলাম*

১৯৭১ সালে স্বাধীন একটি দেশ বাংলাদেশ, যার সুস্থ সাংস্কৃতিক রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয় ক্রমবিরতি দিয়ে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে। এখানে সামাজিক দ্বন্দ্বগুলো বিসর্পিল, বিশৃঙ্খল, জটিল এবং আপাত স্তব্ধতায় নিমজ্জিত ; বহুমাত্রিক জাতিক ও আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ও জাতিসত্তার ধারণাগুলো নিপতিত হয় পঙ্কিলতায়। "১৯৭১-৭৫ ... সময় কালকে বলা যেতে পারে সংগ্রাম ও স্বপ্নভঙ্গের কাল।"[১] ১৯৭৩-৭৪ সালে বিশ্ব তেলসংকট ও বাজার অর্থনীতির অস্থিরতার সুযোগে "একাত্তরের পরাজিত শক্তি এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের যৌথ প্রচেষ্টা নব্য স্বাধীন দেশের অস্থির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও প্রশাসনযন্ত্রকে বিপন্ন করতে অনেকাংশে সমর্থ হলো।"[২] এক্ষেত্রে দেশের দুর্ভিক্ষ, হতাশাগ্রস্ত তরুণ সম্প্রদায়, শেখ মুজিবুর রহমান প্রবর্তিত একদলীয় শাসন সামগ্রিক অবনতিশীল পরিস্থিতিকে করেছে ত্বরান্বিত। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তে। ৩০ নভেম্বর ১৯৭৬ সালে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতা দখল করেন এবং ১৯৮১ সালে অপর এক সামরিক অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর ১৯৮২ সালে লে. জে. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দ্বিতীয় সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতা দখল করেন। সামরিক আমলাতন্ত্র সুস্থ সামাজিক সংগঠন ও নৈতিক ভিত্তিকে ভেঙে দিয়ে জনজীবনকে করে তোলে আতঙ্কগ্রস্ত ও অন্তর্মুখী আর এতে সর্বত্র সুবিধাবাদের দৌরাত্ম্য ছাড়পত্র পেয়ে যায়। মানবমূল্যবোধের যাবতীয় ধারণাগুলোকে অস্বচ্ছ করে দেয়া এবং ব্যক্তিকে সংঘবিচ্যুত বিচ্ছিন্ন মানুষে পরিণত করে দেয়ার জন্যে অর্থ ও অস্ত্র হয়ে ওঠে জটিল সরীসৃপ। এ-সময় আমাদের সমাজদেহ থেকে অপসৃত হতে থাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবোধ, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি,

---

* প্রভাষক,বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. রফিকউল্লাহ খান, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ২৪৩

২ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪০

রাজনৈতিক রীতিনীতি এবং সমরাস্ত্র হলো আইন, শুরু হলো স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির পুনরুত্থান ; বদলে গেলো আমাদের জাতিসত্তার ধারণা এবং শুরু হলো সামন্ত-সংস্কারের পুনর্বিস্তার প্রয়াস। আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী এ-রাষ্ট্রযন্ত্র ও সামাজিক চার দেয়ালে জনতা বিভ্রান্ত রক্তাক্ত হতে বাধ্য, কেননা বারবার রাষ্ট্রীয় বিকৃতি সমাজদেহের পেশিকে করেছে শিথিল, বিষণ্ন এবং জনতার সংগ্রাম ও সম্ভাবনায় সৃষ্টি হয়েছে দূরত্ব ; কখনো বৃত্তভাঙার সংগ্রামে তৈরি হয়েছে নতুনতর বৃত্ত। সচেতন যারা, দ্বৈরথে রক্তাক্ত, বিপন্ন এবং পরাজয়-ক্লিষ্টতায় বিচ্ছিন্ন।[৩] বাংলাদেশে সামরিক শাসন ও তার ছায়া-প্রসারিত যে বৃত্তবন্দী সময় অর্থাৎ মূলত আটের দশক ও তার পরবর্তীকালের ছোটগল্প নিয়ে বর্তমান কথকতা।

অস্বীকার করার উপায় নেই সাম্প্রতিক ছোটগল্পে নতুনত্বের দাবিদার লেখকগণ সামরিক শাসনে সাময়িক অবনত, রাজপথ-মিছিল-রক্ত-সংগ্রামে উদ্দীপ্ত কিন্তু অনাস্থা-অবিশ্বাসে বিচ্ছিন্নতার সন্তান। যে অমিত সম্ভাবনায় জাগ্রত হতে পারতো জাতিসত্তা, তা রুদ্ধ হয় হত্যা আর জলপাই-রঙ-ট্যাংকের নিচে ; সংঘশক্তির বিপরীতে নৈরাশ্য ও বিচ্ছিন্নতা, মনন ও যুক্তির বিপরীতে পাশবিকতা সচল-সচেতনতাকে করে বিপর্যস্ত। এরই প্রতিক্রিয়ায় রহস্যময়তা, নৈরাশ্য, অহেতুক ঔদ্ধত্য ও সংক্ষোভ, আত্মঘাতী আবেগ, ধ্বংসকারী ধারা-বিচ্ছিন্নতা তাঁদের শিল্পচৈতন্যে উল্কাপিণ্ডের মতো গতিসঞ্চারী, সত্তরের দশকে উপযুক্ত প্রবণতা সর্বাংশে ঘনীভূত হয়নি, 'সমাজ ও জীবনের বিষয় সত্তরের গল্পে বহুলাংশে প্রত্যক্ষ, সরাসরি, লক্ষ্যের প্রতি নিক্ষিপ্ত।"[৪] তবে সংবেদী সৃজনশীল মানুষ আশির দশকে এসেই স্পষ্ট মুখোমুখী হয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবরুদ্ধতার। এজন্যে সত্তরের দশকের সংঘচেতনা আটের দশকে পরিত্যাজ্য অনেকাংশে এবং আত্মখননেই প্রধান রুচি ; এবং এ সময়ের সিদ্ধান্ত, সত্তরের গল্প 'কাহিনী নির্ভর ও থিমেটিক' বলেই 'সংবেদী পাঠককে গলাতে পারেনি।[৫] 'মেধা-মনন-রুচির দারুণ ক্ষয়ের'[৬] প্রতি ইঙ্গিত করেই পূর্বসূরির প্রতি মন্তব্য : "জনপ্রিয় ধারার সাহিত্যচর্চা, পুস্তককে পণ্যে রূপান্তরিত করা, এই রকম শিল্পের কাছে দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য ব্যাপক অবস্থা সৃষ্টি করার

---

৩. 'গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং ব্যক্তির বিকাশের সুবিধাবঞ্চিত সমাজ-রাষ্ট্রে সংবেদনশীল মধ্যবিত্ত মানসের জন্য একমাত্র অবলম্বন হলো পলায়নপরতা ও আত্মকুণ্ডলায়ন।' ঐ, পৃ. ২৪৪

৪. সুশান্ত মজুমদার (সম্পাদক), *বাংলাদেশের গল্প : সত্তর দশক*, ১৯৯২, ঢাকা, পৃ. দশ (ভূমিকা)

৫. ফরিদ কবির, 'বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের সাহিত্যচর্চা : সত্তর ও আশির দশক', *একুশের প্রবন্ধ*, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ১৫৯

৬. *বাংলাদেশের গল্প : সত্তর দশক*, পৃ. দশ

করার প্রক্রিয়া সত্তরের আগে পরে আর হয়নি।'[৭] আশির দশক নিজেদের মন্তব্য : গোটা দশক জুড়েই মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছিলো। লেখকদের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই প্রতিরোধে সামিল হয়েছিলেন। এই রকম প্রতিবন্ধক অবস্থাতেও তাদের লেখাতে পলায়নী মনোবৃত্তি নেই।[৮] উদ্বৃতির 'বিশৃঙ্খল' শব্দ প্রয়োগেই স্পষ্ট হয়ে যায় সংঘের শৃঙ্খলা অনুধাবন এখানে স্বচ্ছ নয়। প্রতিবাদের শৃঙ্খলা জীবন-উত্তরণের উপায়, তাকে স্বীকার করেই বলা যায় ব্যক্তি অস্তিত্বের তাগিদ মানুষকে গোষ্ঠিবদ্ধ করে। তবে অবরুদ্ধ সমাজে গোস্ঠির জন্ম হয় বোমা-আক্রান্ত জনসভার মতো চতুর্দিকে ; জন্ম হয় বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো স্বতন্ত্র বৃত্ত। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ষাটের দশকে সামরিক শাসন আক্রান্ত শিল্পীচৈতন্যেও আমরা সমবাস্তবতা লক্ষ করেছি, অন্তত প্রথম পর্বে। এই ষাটের দশকের সাহিত্য আশির দশকের নিকট গ্রহণযোগ্য, কেননা 'ষাটের মতো এই দশকের তরুণেরাও আন্তর্জাতিক বোধ সম্পন্ন।[৯] ষাটের দশক সম্পর্কে দু'জন সমালোচক বলেন ঃ

ক. 'এরা আত্মভুক্ত চেতনা বিলাসী ; বিকৃত সমাজগঠনের চার দেয়ালে শৃঙ্খলিত, শর্ত-সাপেক্ষ, ব্যক্তি প্রতিক্রিয়াবাদী।'[১০]

খ. 'যে কোন ঐশ্বর্যবান সময়খণ্ডের মত, এই কালপরিসরও উর্বর স্ববিরোধিতায় রক্তাক্ত। সীমাহীন নৈরাশ্য ও অপরিমেয় সম্ভাবনা এই দশকের হৃদয়কে আশ্বস্ত করেছে।'[১১]

আমরাও মনে করি, সমষ্টিবিচ্যুত কিন্তু বৃত্তাবদ্ধ, আবার স্বাতন্ত্র্য-বিচ্ছিন্নতায় অসহায় কালের প্রতিচ্ছবি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছোটগল্প এবং এখানেই খুঁজতে হবে সম্ভাবনার বীজ।

সাহিত্যে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করতে হয়, হয়তো তা জটিল, কিন্তু এড়িয়ে যাবার কোন উপায় নেই। ধরা যাক, সাম্প্রতিক ছোটগল্প তার অঙ্গ থেকে ঝরিয়ে ফেলছে সরল প্লট, ঘটনার ধারাবাহিকতা, বর্ণনার সরলতা, জীবনের বহির্বৃত্ত,

---

৭. নাসরিন জাহান (সম্পাদক), *বাংলাদেশের গল্প : আশির দশক*, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. আট (পূর্বকথা)

৮. ঐ, পৃ. নয়-দশ

৯. ঐ, পৃ. দশ

১০. সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৪২

১১. আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (সম্পাদক), *একদশকের কবিতা* , ১৯৭৫, ঢাকা, পৃ. খ (প্রসঙ্গত)

বিষয়ের একমুখী অনিবার্যতা ; এবং এ-ভাবে স্বতন্ত্র। তাহলে গল্পে স্থান পাচ্ছে সমকালের সমাজ ও জীবনচৈতন্য, সর্বোপরি লেখকের মেধাগত অগ্রসরতা। অবরুদ্ধ সমাজ-জীবনের উন্মোচনে লিবিডো চেতনা, পঙ্কিলতা, আত্মবৃত্তের কুণ্ডলায়ন, পাপ ও পাপগত আত্মক্ষয়, অস্থিরতা-অবিশ্বাস, শূন্যতা—এ সময়ের গল্পে প্রায় ব্যতিক্রমহীন বিষয়-বিন্দু। এর অন্যতম কারণ সমাজ-সূত্রে শিল্পীচৈতন্যের বিচ্ছিন্নতা, যে 'বিচ্ছিন্নতার ফলে ব্যক্তিচৈতন্যে জাগ্রত হতে পারে ত্রিমাত্রিক বোধ— ক. নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, খ. নৈরাজ্যমূলক মানসিকতা, এবং গ. উত্তরণ-আকাঙ্ক্ষা।'[১২] তাহলে জীবন-উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা ও রুদ্ধ সমাজের অন্তর্মূল থেকে আসে, অনেকটা রক্তমাখা নাড়ি ছেঁড়া নবজাতকের প্রতীকে। জীবনের মহিমা গ্রিক ট্রাজেডি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক অ্যাবসার্ড-আক্রান্ত চৈতন্যস্তব্ধতার সাহিত্যেও অসুলভ নয়। জীবনাভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি সাম্প্রতিক গল্পকারগণও অস্বীকার করেন না, 'নতুন উপলব্ধি ও নতুন চিন্তার সংশ্লেষ ঘটিয়ে আজকের বৈচিত্র্যভরা সমাজ ও জীবনকে দেখার প্রবণতা'[১৩] গল্পকারদের ভেতর সক্রিয়। এ জীবনাভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেছেন এক গল্পকার : "আজকের তৃতীয় বিশ্বের লেখকদের শেকড় সন্ধানী অনুপ্রেরণা বৈরী সময়কে অতিক্রম করতে চায়, অতিক্রম করতে চায় মিলিটারী এরোস্টোক্রেসীর বদৌলতে বন্দুকের শাসন। কেননা এই শাসন-উদ্ভূত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে মূল্যবোধের অবক্ষয়। সে অবক্ষয় সমাজের রন্ধ্রে ঢুকিয়ে রাখে কালো থাবা, যার নিষ্পেষণে পদদলিত হয় সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এই আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রমূর্ত রাখার দায়-দায়িত্ব লেখকের।"[১৪] অভিজ্ঞতা ভেতর থেকে গড়ে তোলে, পূর্ণ করে জীবনকে এবং জীবন পূর্ণতায় পায় স্থিতি, বিস্তৃতি ; অনভিজ্ঞতায় ঘটে উল্লম্ফন। উল্লম্ফনে শূন্যতা এবং শিল্প শূন্যতা ও বিষয়-শূন্যতা সহ্য করে না।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের সৃজনশীল সংবেদনাই উচ্চারিত। তবে সংকীর্ণ শ্রেণী-বৃত্তের জীবনাভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস লক্ষণীয়। চরিত্রের অন্তর্মুখিনতা, আপাত মন ও আবেগ-বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়ে গল্পকারগণ বিষয়বস্তুসহ উজ্জ্বল ; কিন্তু প্রায়শ বহির্মুখিনতা আয়ত্তের বাইরে, বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল ও শিল্পমানে ক্ষুণ্ণ। মধ্যবিত্তের অন্তর্জগত অবলোকন এবং সে-চেতনায় সমাজ-সত্য উন্মোচনে সাম্প্রতিক ছোটগল্পে নাসরিন জাহান, কাজল শাহনেওয়াজ, পারভেজ

---

১২. বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'নৈ:সঙ্গ্যচেতনা' : *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, অক্টোবর ১৯৯৫-জুন ১৯৯৬

১৩. আজহার ইসলাম, *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৬২৭-২৮

১৪. উদ্ধৃত, বিশ্বজিৎ ঘোষ, 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ : ছোটগল্প', *বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ : ১৩০১-১৪০০*, নারায়ণগঞ্জ, ১৯৯৪ পৃ. ২৯২

হোসেন, শহিদুল আলম, সেলিম মোর্শেদ, সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ, মামুন হুসাইন, সাদ কামালী, শাহাদুজ্জামান, শাহনাজ মুন্নী প্রমুখ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।

নাসরিন জাহান সমকালীন সমাজে অবক্ষয়-পচন আক্রান্ত মধ্যবিত্তের মনন ও যৌনজীবনের চিত্র অঙ্কনে সচেষ্ট। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'স্থবির যৌবন' (১৯৮৫) পরাজিত মানবাত্মার ক্রন্দনে পরিপূর্ণ। এখানে কোথাও উজ্জীবন নেই, নেই সামান্যতম আলোর সম্পাত। যৌবনের গতি ও প্রাণস্পন্দন অনুপস্থিত, সমাজদেহের রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে পঙ্কিলতার বীজ। মধ্যবিত্তের পলায়নবাদী মনোবৃত্তি, লিবিডো ও যৌনচর্চায় আত্মক্ষয়, নেশাসক্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষ তাঁর গল্পে ভিড় জমায়। গ্রন্থের 'আত্মসমর্পণ', 'নীলনেশা', 'বিকার' ও 'দিগম্বর' গল্পে ক্লেদাক্ত সমাজ ও মনোবিকলনের চিত্র স্পষ্ট। মূল্যবোধের সংকট, উদ্ভট কামনা-বাসনা, অর্থনৈতিক ব্যর্থতাবোধ জীবনের অন্তর্মূলে শূন্যতার ছায়া ফেলে। 'আত্মসমর্পণ' গল্পে সুস্থ মূল্যবোধহীন দুই বন্ধুর অন্তর্জগত :

> প্রণব কলকেটা জাহিদের হাতে দিলো—তোর বউ কি বাপের বাড়ি থাইক্যা আর আইবো না? ইস, শালীর শরীলটা যা নরোম।[১৫]

'নীলনেশা' গল্পে সমাজ-পরিবেশজাত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতায় আক্রান্ত উদ্ভট যৌনবিলাস :

> আমি বললাম—দেখ পরী, দুনিয়াতে কত মাইয়া দেখলাম, মাগার মাইয়া দেখনের নেশা কমেনা আমার। আমার ইচ্ছা মাইয়াগো ভেতরে এমন কী আছে যা আমারে কাছে টানে, কাছে গেলে ঘেন্না ধরায়—সেইটা দেখার। তুই যা শুইয়া পড়। আমি তোরে টেস্ট করি।[১৬]

প্রথম গ্রন্থের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী তিনটি গ্রন্থ 'বিচূর্ণ ছায়া' (১৯৮৮), 'সূর্য তামসী' (১৯৮৯) এবং 'পথ, হে পথ' (১৯৮৯)-এর মধ্যেও নাসরিন জাহান মধ্যবিত্তের যৌন-লিবিডো সংকট, ব্যক্তিত্বের শূন্যতা, দেহ ও দেহের উল্লাস, অন্তর্গত রহস্যময়তা ও বিবমিষা-জীবনে আবর্তিত। 'বিচূর্ণ ছায়া' (১৯৮৮) গ্রন্থের 'পুরুষ' গল্পে পঙ্গু মানুষের ব্যক্তিত্বের অবদমন, অসহায়তা এবং পারিবারিক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ বিকৃতির পথ ধরে এগুতে চায়। পঙ্গু বুলু আক্রমণ করে বসে আপন বোনকে ।[১৭]

---

১৫. নাসরিন জাহান, 'আত্মসমর্পণ', *স্থবির যৌবন*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৮
১৬. 'নীল নেশা', ঐ, পৃ. ৩৯
১৭. নাসরিন জাহান, 'পুরুষ', *বিচূর্ণ ছায়া*, ১৯৮৮, ঢাকা, পৃ. ১৫

'অভ্যাস' ও সুন্দর লাশ' দাম্পত্য জীবনের চিত্র। প্রথমটি প্রথা ও পুরনোর নিকট ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিতে তাৎপর্যহীন, তবে দ্বিতীয়টি রহস্যময় এক লাশের প্রতীকে দাম্পত্যজীবনের মর্মমূল-ক্ষত সন্ধানে তাৎপর্যপূর্ণ। 'বিবসনা' ও 'রজ্জু' গল্পে যৌনতার উদ্দীপনা ও বিকার থাকলেও রহস্যময় সুস্থতার ইঙ্গিতও অস্পষ্ট নয়। 'বিবসনা' গল্পে যুবক হোসেন আলীর দৈহিক তৃষ্ণা নির্বাপিত হলেও ভিন্ন এক রহস্যময় কষ্টের ভেতর পুনরায় নিপতিত হয়—

> বিস্ময় কেটে যাওয়ার পর সহজ রমণীটি হোসেন আলীর চোখ থেকে পাটশোলার বেড়াটি সরিয়ে নেয়। সরিয়ে নেয় ত্যানার মতো ল্যাপটে থাকা পাতলা আবরণটিও। বেড়াটি, আবরণটি অন্তর্হিত হওয়ার পরপরই হোসেন আলী আশ্চর্যজনকভাবে উপলব্ধি করলো তার এত দিনকার দ্বন্দ্ব, কৌতূহল, মানসিক যন্ত্রণা কর্পূরের মতো হাওয়ায় উবে যাচ্ছে।

ক্রমে রাত বাড়লো।

> একসময় এক ধরনের কষ্ট, কৌতূহল আত্মদ্বন্দ্ব থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত সূর্যটি অন্যরকম কষ্টের মধ্য দিয়ে বরফে রূপান্তরিত হতে থাকলো।[১৮]

'সূর্যতামসী' (১৯৮৯) গ্রন্থে অর্থনৈতিক বৈষম্য, যৌনবিকার, নারী ব্যক্তিত্বের অবদমন বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উন্মোচিত হয়েছে। 'ল্যাম্পপোস্টের নীচে' গল্পের রহস্যময় এক লাশের পরাবাস্তব বর্ণনার ভেতর দিয়ে নিরন্ন মানুষকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। নাগরিক বিত্তবানেরা দেখতে পাবে ভাগাড়ের প্রাণীটি আসছে :

> লন ধরে দৌড়াচ্ছে প্রাণীটি। ঝাঁকড়া চুলের কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। বড় রাস্তায় নেমে দৌড়াচ্ছে সে।[১৯]

'বিলীয়মান হলুদ নীল স্বপ্নগুলো' পরিচিত প্রেম-মাধুর্যের স্বপ্ন এবং 'খোলস' নারীব্যক্তিত্বের অবদমন ও একাকীত্বের মর্মযাতনা উন্মোচনে সচেষ্ট। 'নিশাচর' গল্পে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও যৌন বিকৃতির ঐক্যসূত্র। তবে 'কাঁটাতার' গল্প ধর্ষিতা এক নারীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, জৈব-প্রয়োজন এবং সমাজবাস্তবতার সংমিশ্রণে জটিল। কুন্তলা ধর্ষিতা হওয়ার সময়, 'খরার শরীর জেগে উঠে, যদিও প্রতিপক্ষ তখন মন, তবুও জিতে যাচ্ছে দেহটাই।' কিন্তু কুন্তলা স্বামীগৃহে অভ্যাসী পা দিতেই 'ক্ষীণাঙ্গী বৃদ্ধা বিশাল আকৃতি নিয়ে দরজার সমস্ত ফুঁটো বন্ধ করে টানটান দাঁড়ায়।'

---

১৮. 'বিবসনা', ঐ, পৃ. ৫৭
১৯. নাসরিন জাহান, 'ল্যাম্পপোষ্টের নীচে', *সূর্য তামসী*, ঢাকা, ১৯৮৯,পৃ. ১৬

নাসরিন জাহানের চতুর্থ গ্রন্থ 'পথ, হে পথ' (১৯৮৯) বিষয় বিবেচনায় অনেকাংশে তাৎপর্যহীন হলেও 'আশ্চর্য দেবশিশু' (১৯৯৫) মধ্যবিত্তের মনোবিকার স্পর্শ করেও অনেকাংশে সংঘসম্পৃক্ত, মানব অস্তিত্বের ভয়াবহ গূঢ়ার্থ অবলোকন প্রয়াসী, সর্বোপরি নারীত্বের অহংকার, দীপ্তি ও স্বাতন্ত্র্য বিবেচনায় উজ্জ্বল। 'আশ্চর্য দেবশিশু' গল্পে চন্দ্রমুখী বারবার মৃত শিশুর জন্ম দিলে স্বামী-সংসার বৈরী হয়ে ওঠে। এ পরিস্থিতিতে ঘটে নারীত্বের প্রত্যক্ষ অথচ শিল্পিত জাগরণ :

> ঘোর অন্ধকারের বৃষ্টির পথে নেমে পড়ে সে। ঠাণ্ডা বরফের টুকরো ফুঁড়ে আত্মায় প্রবেশ করে। তার কঠিন হাত অপেরা দিদির দরজা স্পর্শ করে—দিদি গো, ওই পুরুষদের ঘর আর করবো না। দরজা খোলো, আজ থেকে আমি তোমার ঘর করবো।[২০]

'প্রতিপক্ষ শকুনেরা' অস্তিত্ব-সংকটের স্বরূপ উদ্ঘাটনে একটি শিল্প-সফল গল্প। দুদিনের অভুক্ত কুতুবুদ্দি শকুনের কবল থেকে মৃত একটি গাভীকে উদ্ধারে সচেষ্ট, উদ্দেশ্য তার চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া। এ-যেন শকুন ও মানুষ প্রতিপক্ষ রূপে অস্তিস্তের সংগ্রাম, কিংবা মানুষ কুতুবুদ্দি হয়ে ওঠে শকুনের প্রতীক। কুতুবুদ্দি শেষ পর্যন্ত সাধারণ গরুচোর মাত্র নয়, অস্তিত্ব সংকটে মানবাত্মার প্রতীক। একদিন সে জীবিত গরুর চামড়া ছাড়িয়ে নেয়ার দৃশ্যে বিচলিত হয়েছিল— 'কুতুবুদ্দি একজনের পা জড়িয়ে ধরে, এইডা তো অহনও লড়তাছে। ওইডারে জবাই কইরা যাও।[২১] কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় সে আজ মৃতগাভীর মাংসও ভক্ষণ করে। তবু শেষ রক্ষা হয় না, মানুষ ও শকুন দাঁড়িয়ে যায় প্রতিপক্ষ হিসেবে :

> তার চিরচেনা শকুন.... সামান্য প্রাণী.... এদের কাছে নিজের শোচনীয় পরাজয়ের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভে দাঁড়াতে চায় সে।
>
> সাক্ষাৎ যমের মতো সবেগে আসা একটি বিশাল শকুন তার তীক্ষ্ণ নাকের ডগা ছিঁড়ে নিয়ে গেলে চোখ ঢেকে বসে পড়ে কুতুবুদ্দি নিজেকে তার মুহূর্তে সেই মধ্যরাতের চামড়া খোলা জীবন্ত গরুটি মনে হয়। ভয়ার্ত কুতুবুদ্দি বাঁচার চেষ্টায় গলা ছেড়ে চিৎকার দেয়।[২২]

কাজল শাহনেয়াজের 'কাছিমগালা' (১৯৯৩) গ্রন্থে সমকালের শূন্যতা, অবসন্নতা ও নিঃসঙ্গতা কারুময়। তাঁর গল্পে বেকারত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য, মানসিক বৈকল্য ও যৌনতা সমন্বিত হয়ে বিভীষিকার জগত ; যৌনতা প্রায়শ চালিকাশক্তি ও

---

২০. নাসরিন জাহান, 'আশ্চর্য দেবশিশু', *আশ্চর্য দেবশিশু*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩০
২১. 'প্রতিপক্ষ শকুনেরা', ঐ, পৃ. ৪১
২২. ঐ, পৃ. ৪২

অন্তঃস্রোত। 'প্রথম কবিতা' গল্পে প্রেমের অপ্রাপ্তি সূত্রে নাগরিক জীবনের শূন্যতা উচ্চারিত। সুমনা, কান্তি ও ফয়সাল উভয়েরই আকাঙ্ক্ষার কিস্তু পায় না, এবং এতে জীবন ক্লান্ত কান্তি নিমজ্জিত হয় শূন্যতা ও একাকীত্বের অতল গহ্বরে। প্রকৃতপক্ষে তিনটি চরিত্রই প্রান্তহীন, ধোঁয়াটে ও রহস্যময় এবং জীবনভারে অবসণ্ন। নাগরিক জীবনের চিরস্থায়ী বিভেদ, মানব-অন্তরে স্পর্শহীনতাই গল্পের মূল কথা।

> বিরাট শহরকে সবাই পালন করে, কিস্তু শহরের গায়ে অসংখ্য দেআল। সেই দেআল সর্বত্রই। ওরা আর কখনো একত্রিত হতে পারে না। তাই ওদের যৌন মিলনও আর সম্ভব হয় নাই। শুধু এক অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা বাতাসে, কংক্রিটে—অসম্ভব এক মিলনের দিকে ধাবমান। বিমান উড়ে গেলে সেই শব্দ শোনা যায়।[২৩]

'শাদা প্রজাপতি' গল্পে অন্তর্গত শূন্যতা ও বৈকল্যের বোধগুলো বারবার আসে। চরিত্র বিকশিত না হয়ে কুঁকড়ে থাকে অন্তর্জগতে, কেবল আত্মখননে উন্মোচিত হয় রক্তাক্ত হৃদয়। গল্পে 'প্রাগৈতিহাসিক বৃষ্টির জন্য মমতা' প্রকাশিত হয় সত্য, তবুও অনন্ত হাহাকার—'আমার সময়কার সবগুলো নদী, মহাসাগর, দ্বীপ, পর্বত বিক্রি হয়ে গেছে। মরুভূমিগুলি দখল হয়ে গেছে।' ফলে এ জীবনে আত্মহত্যার প্রবণতা ব্যতীত অন্য কিছু সহজ সত্য নয়। 'ব্রজলাল খাউড়ি' গল্পে উন্মোচিত হয়েছে নৈরাশ্য পীড়িত, সমাজ-পরিবার ও আত্মবিচ্ছিন্ন এক ধর্ষকামী মানুষের স্বরূপ।

> আমি আমার নাম রেখেছি ব্রজলাল খাউড়ি। একটা উদ্দেশ্যহীন ফাঁপা মগজের খোল, শ্যাওলা পরা উরুচর্ম, নোনতা শুটকি নুনুই আমার সব। কোন গোধূলি নেই, রক্ত নেই। ছুরি পড়ে থাকতে দেখলে ইচ্ছে হয় এক্ষুণি কারো পেটে ঢুকিয়ে বসে থাকি, মোচড় দিয়ে দেখি, টান দিয়ে আবার একটু ঢুকাই, চর্বিসহ নাড়িভুঁড়ি বের হওয়া দেখি।[২৪]

সোনালি কাছিমের স্বপ্ন বিনষ্টকারী যে মধ্যবিত্তজীবন তার প্রতীকী রূপায়ণে 'কাছিমগালা' গল্পটি সফল। এ-এক মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন-যাত্রা, বাস্তবতা থেকে পরাবাস্তবতায় উত্তরণ প্রয়াস। সংকীর্ণ জীবনে প্রয়োজন একটি সোনালি কাছিম, সে বাঁচবে তিনশ বছর, হবে ক'টি প্রজন্মের উত্থান-পতনের সাক্ষী। গল্পের শুরুতেই জানা যায় : 'একদিন শুনি আমার অতি চেনা কাছিম নাকি তিনশ' বছর বাঁচে। একথা জানার পর থেকে আমি স্বপ্ন দেখা ভুলে গেছি।[২৫] এর কারণ মূলত বারো ফুট বাই চৌদ্দ ফুট ঘরে জীবনের সংকীর্ণতা, যদিও তারা এক স্বপ্নময় জীবনের আকাঙ্ক্ষা

---

২৩. কাজল শাহনেওয়াজ, 'প্রথম কবিতা', *কাছিমগালা*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬
২৪. 'ব্রজলাল খাউড়ি', ঐ, পৃ. ২৩
২৫. 'কাছিমগলা', ঐ, পৃ. ৫৩

করে। দাম্পত্য জীবনে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা ও যৌনতার তৃপ্তি তারা সন্ধান করে কিন্তু ভোগের সীমাবদ্ধ সময় ও উপকরণ তাদের হাহাকারের উৎস। ফলে সৃষ্টি হয় কল্পনার এক সোনালি জগৎ, সোনালি কাছিম তার প্রতীক।

> .... আমি বলি... দেখো তিআ... আমরা আর ক'দিন.... কিন্তু ও কতোকাল যে থাকবে.... এই শহরে কেউ তার শেষ দেখতে পারবে না.... তারপরও থাকবে... বুঝে দেখ'... অদ্ভুতভাবে থাকবে.... নিজেদেরকেও শিকারী ভাবা যাবে, কচ্ছপ শিকারী.....[২৬]

সেলিম মুর্শেদ 'কাটা সাপের মুণ্ডু' (১৯৯৩) গ্রন্থে মধ্যবিত্ত জীবনাচরণ ও চৈতন্য লগ্ন হয়েই সফলতা অর্জন করেন। মধ্যশ্রেণীর লিবিডো ভাবনা, বেকারত্ব ও যৌবনের অবক্ষয় রূপায়ণে, এমনকি সমকালের নগরকেন্দ্রিক অসততা, অন্ধত্ব ও আপোসকামিতার বিপরীতে প্রতীকী উচ্চারণও সফল। 'কাটা সাপের মুণ্ডু' পঙ্গু ভিখারিনী হেমাঙ্গিনীর অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনার গল্প। সারাদিন অভুক্ত হেমাঙ্গিনী একটা বিষাক্ত সাপের মুখোমুখী হয়। তার হাত সচল নয়, তবু বাঁচতে হবে এবং 'অফেন্সকে বেস্ট ডিফেন্স বলা হয়।'

> হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্রকারী মুহূর্তে মরিয়া হয়ে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মূল সহায়তায়, ছোবলে এক ঝটকায় গোলপাতা থেকে সাপটাকে টেনে আনলো। তার হাতের ভেতর জমাট বরফের ঝটপটানি চরম ক্রুদ্ধতায়।[২৭]

হেমাঙ্গিনী প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে রক্ষা করে। অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার এ তাগিদ মধ্যবিত্তের আপোসকামিতা ও জলপাই-রঙ-সামরিক সাপের বিরুদ্ধে প্রতীকায়িত হওয়ার সম্ভাবনা। কেননা, 'ভয়ঙ্কর সাহসী হলেই খেতে পাওয়া যায়' এ-কথা যেমন সত্য, অবরুদ্ধ সমাজে তেমনি প্রতিরোধের বিকল্প নেই। নাম-গল্পের আশাবাদ গ্রন্থের অন্যান্য গল্পে ধারাবাহিকতা পায়নি। 'সুব্রত সেনগুপ্ত' গল্পে উচ্চারিত হয়েছে নৈরাশ্য কবলিত সমাজচিত্র। এ-গল্পের অন্তর্মূলে সক্রিয় যৌন বিকার, পাপবোধ, সমাজ ও আত্মবিচ্ছিন্নতার স্বরূপ। সুব্রত সেনগুপ্ত নৈরাশ্যপীড়িত এক সময়ের সন্তান—এখানে শ্রেণীশত্রুর নামে হত্যা করা হয় ব্যক্তি-শত্রু এবং অপচয় ঘটে যৌবন শক্তির। সমাজ বিচ্ছিন্ন সুব্রত ধর্ম-বিচ্ছিন্ন হয় এবং সামনে খোলা থাকে আত্মহত্যার পথ।

> আত্মহত্যা বিষয়ে কি ভাবেন?
>
> এটি একটি মুহূর্ত শুধু। এ রকম মুহূর্ত জীবনে আসতে পারে। তবে মুহূর্তটা

---

২৬. ঐ, পৃ. ৫৪

২৭. সেলিম মোরশেদ, 'কাটা সাপের মুণ্ডু', *কাটা সাপের মুণ্ডু*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯

> কাটিয়ে উঠতে পারলে বাঁচা যায়।
> সেটি কোন মুহূর্ত?
> সত্তার ভেতর যখন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটা নিশ্চল হয়।
> আপনার ভেতর সেটি কি সচল?
> অনেকাংশে না।
> অর্থাৎ আপনি আত্মহত্যা করতে চান?
> হ্যাঁ, তবে সাহসের অভাবে পারি না।
> কারণ?
> নিশ্চুপ।[২৮]

'ভ্রাম্যমান দুইজন' ও 'চেনাজানা' গল্প দু'টিতে মনোজগতের বিভিন্ন-প্রান্ত উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষণীয়। তবু হতাশা, যৌন বিকৃতি সমকালের চেনা-জানা যৌবনধর্মকে তাড়া করছে অনবরত। 'নীল চুলের মেয়েটি যেভাবে তার চোখ দুটি বাঁচিয়েছিলো' গল্পে অসততা ও ভণ্ডামির বিপরীতে মানব-দৃষ্টিলাভের ইঙ্গিত রয়েছে। নাগরিক জীবনের দৃষ্টিহীনতা, দুর্নীতি, অবিশ্বস্ততা ও অমানবিকতার স্বরূপ উন্মোচিত লোভ ঘনিষ্ঠ অন্ধত্বের প্রতীকে। পতনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে একজন মাত্র ছুটে যায় সূর্যের দিকে, অনন্ত আলোর দিকে।

> সেখানে মহান সূর্যের দিকে সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে : তারপর সে বলে : সে দৃষ্টি শক্তি হারাতে চায় না, এমন কি কোন সম্পদের বিনিময়েও।[২৯]

সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ 'আগুনের বিপদ আপদ'(১৯৯৪)-এর মধ্যে হতাশা, বন্ধ্যাত্ব ও বিনাশী চেতনা আশ্রয় করলেও সংঘবিচ্যুত নন সর্বাংশে। 'অলৌকিক সংবাদ' গল্পে মাজার জীবনের ভণ্ডামি ও যৌনতার একটি প্রান্ত উন্মোচনের প্রয়াস লক্ষণীয়। সালেহাবিবি স্বামী-সন্ধানে শহরে এসে এক মাজারে আশ্রয় নেয় এবং ধর্ষিত হয়। কিন্তু এ- নির্যাতন শরীর-সহনীয়।

> ধীরে ধীরে জেগে ওঠে শরীর। কেবল একদিন তার পেটে দানা পড়েনি কিন্তু শরীর উপোস করে মরছে অনেক দিন।[৩০]

তবে পরবর্তী গল্প 'বস্ত্রহীন প্রতিবিম্বে' সমকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতা স্পষ্ট। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এনডরসনের রূপকথার কাঠামোতে সামরিক শাসনের অন্ত:সারশূন্যতার রূপকী উন্মোচন তাৎপর্যপূর্ণ। গণতন্ত্রহত্যাকারী রাজা পেতে

---

২৮. 'সুব্রত সেনগুপ্ত', ঐ, পৃ. ২০
২৯. 'নীল চুলের মেয়েটি যেভাবে তার চোখ দুটি বাঁচিয়েছিলো', *কাটা সাপের মুণ্ডু*, ঐ, পৃ. ৮৭
৩০. সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ, 'অলৌকিক সংবাদ', *আগুনের বিপদ আপদ*, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ১৫

চায় সম্রাটের মর্যাদা। তোষামোদকারী মন্ত্রী বলে—

> তবে হ্যাঁ, একজন সম্রাট ছিলেন বটে, নাম তার নিরো। তার দেশে রোম যখন পুড়ছিলো তখন সম্রাট নিরো বাঁশি বাজাচ্ছিল।[৩১]

এই রাজা রতনপাগলার মতো হাওয়াই বস্ত্র পরিধান করতে চায় এবং এ-জন্যে 'মানি ইজ নো প্রব্লেম।' শেষ পর্যন্ত সন্তান উৎপাদনে অক্ষম রাজা বেরিয়ে এলো হাওয়াই পোষাকে এবং এক ছোট্ট ছেলে জানালো : 'হেঃ হেঃ রাজা আপনের কাপড় কই? আপনি ন্যাংটা?' রূপকী ঘটনার মাধ্যমে সামরিক শাসকের স্বরূপ, তার নগ্নরূপ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে প্রকাশ করা হয়েছে। 'আক্রন্দন হৃৎযাত্রা' ও 'চোখ বিষয়ে' গল্পে মনোজগতের অবদমন ও নৈরাশ্যকে উপেক্ষা করা যায়নি। 'সন্তানগণ ও দুধভাত' গল্পে গ্রামীণ পটভূমিতে নিরন্ন মানুষের হাহাকার প্রকাশিত এবং 'অবনত ধারাপাত' নাগরিক জীবনের অর্থনৈতিক ও মানসিক বৈকল্য প্রকাশের পাশাপাশি অলীক আশায় বুক বাধার জীবনচিত্র।' 'আগুনের বিপদ আপদ' গল্পে অর্থনৈতিক বিপন্নতা ও দাম্পত্য সংকটের চিত্র বর্ণিত হয়েছে। জোবেদালি ইটের ভাটায় আগুন দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। যৌন বিলাসী জোবেদালি নিঃসন্তান এবং তার স্ত্রী আমেনা মনে করে মাটি পোড়ানোর ফলেই তাদের সন্তান হয় না।

> একথা প্রচলিত যে, মাটি যে-ই আগুনে পোড়ায় বাঁচোয়া নাই তার, বড় কঠিন এই মাটির অভিশাপ ; সন্তান জন্ম নেয় না, নতুবা জন্মের পর মরণ ঘটে, বিকলাঙ্গ জন্ম নিলেও নিতে পারে হয় তো—তবে সেই সন্তানও মরে যায়।[৩২]

মাটি প্রাণের উৎস, এ-মাটি পোড়ালে তাই বন্ধ্যাত্ব নেমে আসে। বন্ধ্যা মাটি প্রকৃতপক্ষে বন্ধ্যা জীবনেরই প্রতীক। এই লোকবিশ্বাস জোবেদালির মনে সংস্কারের জন্ম দেয়। ফলে স্ত্রী আমেনা যখন গর্ভবতী হয় জোবেদালি সন্দেহপরায়ণ হয়ে ওঠে —

> স্ত্রী আমেনাকে প্রচণ্ডভাবে অবিশ্বাস করলো সে, নিশ্চয়ই অন্য কোন পুরুষকে শরীর দান করে গর্ভবতী হয়েছে ছিনালটা।[৩৩]

আগুন যেমন পুড়িয়ে দেয়, তেমনি তা উদ্দীপিত করে। তাই 'আগুনবাজ' গল্পে আগুনবাজেরা অগ্রসর হয়—ক্লান্তি আর বিপর্যয়ের বিপরীতে।

সৈয়দ রিয়াজুর রশীদের অহঙ্কারী উচ্চারণ, 'কমিটমেন্ট ছাড়া কোন লেখাকেই

---

৩১. 'বস্ত্রহীন প্রতিবিম্ব', ঐ, পৃ. ১৮
৩২ 'আগুনের বিপদ আপদ', ঐ, পৃ. ৭৯
৩৩. ঐ, পৃ. ৮৯

আমি ধর্তব্যে আনতে চাইনা।'[৩৪] জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা, ব্যর্থতা, অন্তঃসারশূন্যতা সম্পূর্ণ অপসারিত না হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতা তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'শাদা কাহিনী' (১৯৯৬)-তে প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজের নিরন্ন নির্যাতিত মানুষের ক্রন্দন শিল্প-সফলতা পায় 'ক্ষুধাচিত্র' গল্পে। জমেদালিকে কাজ দেয় নছর মিয়া, কন্টাকটরের দালাল। জমেদালির কাজ প্রয়োজন অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব রক্ষার জন্যে। কেননা বউয়ের রোজগারের নির্ভরশীলতায় সে অনিচ্ছুক এবং 'জমেদালির শিশ্ন খাড়া হয় না আজকাল ! হ্যাঁ এটাও আরেক ধূম সমস্যা।' কিন্তু পঙ্গু জমেদালি ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পারে নছর মিয়া ও কন্টাকটরের স্বরূপ এবং ততদিনে স্ত্রী ও কন্যা তাদের দখলে চলে যায়। অক্ষম জমেদালির ভেতর জমা হতে থাকে ক্রোধ।

> সারাদিন একলা বাড়িতে থেকে জমেদালির মধ্যে দুটো জিনিস বড় ভয়ানক-রাগ আর কাম ! কিন্তু এই দুই-ই মেটানোর পথ বড়ই সরু ![৩৫]

তবু আক্রোশে একদিন উন্মাদের মতো আক্রমণ করে স্ত্রীকে, কিন্তু পরাস্ত হয়, এবং কেবল টিকে থাকে অনির্বাণ ক্ষিধে -

> পেট হচ্ছে জন্মের শত্রু ; প্রকৃতির নিয়মেই খিদা আসে পেটে ; পেটের খিদার জন্যই চাল ফুটানো ভাত ; ভাতের জন্যই তার মুখ বুজে বউয়ের তলায় থেকে জীবন যাপন, —বউয়ের রোজগেরে পয়সা আর মেয়ের গতর তার জন্য এই ভাত মিলায়।[৩৬]

তবু বিবেকের আর্তি ও করুণ হাহাকার জেগে ওঠে দৃশ্যকল্পে :

> অকস্মাৎ বদলে গেছে সামনের দৃশ্য। যেন দেখতে পায় অথবা পায় না, চিনতে পারে কি পারে না ; হ্যাঁ রাশি রাশি ভাতের জগতে পাতের ওপর এক কোণে টলটলে ঝোলের পিচ্ছিলতায় শায়িত এতটুকুন -সদ্য জরায়ুমুক্ত মাংশ পিণ্ডে তৈরি এক বিঘৎ সমান তারই মেয়ে জুলেখা, উলঙ্গ। জমেদালির পাতে বেড়ে দেয়া হয়েছে যেন মসলা দিয়ে রাধা- ঝোল সিক্ত মাঝের পেটিটা নয় বরং অথৈ রতিলিপ্ত তারই মেয়ে জুলেখা।[৩৭]

শহিদুল আলম তাঁর 'ঘুণপোকার সিংহাসন' (১৯৯০) গল্পগ্রন্থে সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত-সংবেদী হয়েও রোমান্টিক মননশীলতায় আক্রান্ত। অসহায়তায় রক্তাক্ত প্রকৃতি ও মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক, তবু দৃষ্টিগ্রাহ্য আশাবাদ ও সহজ পরিচ্ছন্নতা।

---

৩৪. সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ, *সাদা কাহিনী*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১২২·
৩৫. 'ক্ষুধাচিত্র', *শাদা কাহিনী*, ঐ, পৃ. ৭৯
৩৬. ঐ, পৃ. ৮৬
৩৭. ঐ, পৃ. ৮৬

'রাজেন বৃত্তান্ত' গল্পে বর্ণিত হয়েছে অপরাধ ও পাপবোধ আক্রান্ত এক সংবেদনশীল শিল্পীর স্নায়ুবিক অবসাদ ও মানসিক বিকলনজনিত অপমৃত্যু। অসুস্থ সন্তানের মৃত্যু শিল্পী রাজেনকে তাড়িত করে এবং সে বাস্তবতাকে অস্বীকার করে মৃত শিশুর স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে। স্বপ্ন ও বাস্তবতার বিভেদ নিশ্চিহ্ন করে এক পরাবাস্তব জগতে প্রবেশ করে সে এবং সেখানে শিশুটির অবাধ যাতায়াত—

> ক্রমান্বয়ে শিশুটা ভৌতিক রূপ নিতে থাকে, শিশু শরীরটাই কোন রকম বয়সী না হয়ে স্বাভাবিক মানুষের চাইতে চার পাঁচগুণ বড়ো হয়ে ওঠে।[৩৮]

এ-শিশুদানবের দেহ রাজেনকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে। এ-বিধ্বংসী প্রবণতার উৎস রাজেনেরই মানসিক অবস্থা, কেননা সে সমকাল বিচ্ছিন্ন, 'ইনডিভিজুয়াল ফেস' তার 'একেবারেই ভালো লাগে না'. কেবল শিশুকেন্দ্রিক কিছু স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার জন্ম দিতে চায়, যা এখন অতীত মাত্র। সে স্বীকার করে,' আমি আমাদের সময়ে বাস করি না বলে নতুন কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারিনা ' এবং সমকাল বিচ্ছিন্ন আবিষ্কারহীন এ-জীবন ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। তবে শহিদুল আলমের গল্পে আত্মবিনষ্টিই চূড়ান্ত প্রান্ত নয়, প্রচ্ছন্ন আশাবাদই মূল কথা। 'রুকু, ডাইনী চাঁদ অথবা পোড়ো মন্দিরের গল্পে'র মধ্যে চন্দ্রালোকে ধর্ষিতা এক নারী তবু উঠে দাঁড়ায় এবং ঘোষিত হয় মানবতার বিজয়।

> কাঁটার আঁচড়ে ছিলে গেছে তার শাদা পা। এখানে ওখানে শুধু রক্তের ক্ষীণ রেখা। ছাড়িয়ে নেবার কোনো আকুলতা নেই। সুপ্তির তীব্র কামনায় নিথর হয়ে আসা সমস্ত শরীর উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে বাধ্য হয়।[৩৯]

'পাতাল ভ্রমণ' গল্পে হতাশাগ্রস্ত যৌবন ধর্মের অন্ধকারের নিমজ্জিত হওয়ার চিত্র যেমন অঙ্কিত হয়েছে, তেমনি হৃদয়ে ধরা পড়ে নতুন সূর্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষা। সন্ত্রাস, হত্যা, যৌনবিকারগ্রস্ত অন্ধকার জগতের বাসিন্দাদের সঙ্গে পাতাল ভ্রমণ শেষে গল্পকথক জেগে ওঠে শুদ্ধ অস্তিত্বের আলোক-উজ্জ্বল সীমায়। আশঙ্কা জমাট বাঁধে সমাজ-বাস্তবতা সূত্রে :

> এই অন্ধকার বিলীন হলে ভোর বেলায় নিজেকে আমিও কি কুয়োর মধ্যে কখনো আবিষ্কার করবো না? যার গলায় ফাঁস আধ ইঞ্চি দেবে গেছে, যার হাত পায়ের রগগুলো কাটা, রক্তাক্ত ...
> অন্ধকার বিলীন হলে আমি কোথায় জেগে উঠবো ... ?[৪০]

---

৩৮. শহিদুল আলম, 'রাজেন বৃত্তান্ত', *ঘুনপোকার সিংহাসন,* ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১০
৩৯. 'রুকু ডাইনী চাঁদ অথবা পোড়ো মন্দিরের গল্প', *ঘুনপোকার সিংহাসন,* ঐ, পৃ. ৪০
৪০. 'পাতাল ভ্রমণ', ঐ, পৃ. ৬০

নাগরিক জীবনের জটিলতা, ভাঙ্গাগড়া, অজানা বিপন্ন বিস্ময় এবং অন্তর্বাস্তবতার বহুকৌণিক গমনাগমন পারভেজ হোসেনের গল্পকে রূঢ়কাঠিন্য দান করে। আধুনিকতার জটিল কাদামাটিতে শিল্পীচৈতন্য ক্রমসংকোচন প্রসারণে বিপর্যস্ত হলেও পথ চলতে বাধ্য ; কিংবা ক্লান্ত মানুষও জীবনের ভার কোথাও সমর্পণ করতে পারে না। তাঁর 'ক্ষয়িত রক্তপুতুল' (১৯৯০) গ্রন্থে জীবনের অন্ধকার ভার পক্ষ বিস্তার করে আছে। বিচ্ছিন্নতা, নৈরাশ্য, লিবিডো ও আত্মবিনষ্টি গল্পগুলোর বিষয়-বিন্দু। 'বিলীয়মান বৃত্ত' গল্পে পরিবার বিচ্ছিন্ন বেলায়েত পরকীয়া প্রেম ও মদ্যপানে মত্ত হয়েও জীবনের ভার বহন করতে পারেনা, আশ্রয়হীন মানুষের ক্ষুণ্ন অন্তর্গত আত্মবিনষ্টির পথেই এগিয়ে যায়। শিরায় ব্লেড চালিয়ে রক্তাক্ত সমাপ্তি শান্তিসন্ধানের ভূমিকা মাত্র :

> কোন শরীরী যন্ত্রণা নেই। যেন মুখমণ্ডলের ছায়াও অবলুপ্ত। নারী-সুরা-সুখ সব অবলুপ্ত। চোখের পাতায় শুধু ভেঙে পড়া পৃথিবী। আর ঘুম কাতরতা যেন এসে পিঁড়ি পেতেছে সেই ভাঙাচোরা পোড়ো পৃথিবীতে। তবুও চেয়ে থাকে বেলায়েত। এক গাঢ় গভীর অন্ধকার থেকে বারান্দামুখী লাল তাজা শোণিতের ধীর প্রবহমান স্রোতে তবুও চেয়ে থাকতে চায় সে।[৪১]

'আত্মখননের নান্দীপাঠ' দাম্পত্য-জটিলতার সূত্রে আত্ম-আবিষ্কারের গল্প। 'বৃষ্টিভেজা পাথর' গল্পে পরকীয়া প্রেমের মানসিক যন্ত্রণা, নারীত্বের অন্তর্বেদনা প্রকাশিত। স্বামী নিরুদ্দেশ হলে রাবেয়া মঈনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে, কিন্তু এ-সম্পর্কের মধ্যে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায় রাবেয়ার পুত্র-ভয়। 'ক্ষয়িত রক্তপুতুল' গল্পে পিতা-পুত্রীর লিবিডো-সংকটের সূত্র ধরে মানব অস্তিত্বের ভয়াবহ শূন্যতা উন্মোচিত। স্ত্রীহারা জুনায়েদ পুন:বিবাহ করেনি, লালিন-পালন করেছেন কন্যা বিন্তিকে। যুবতী বিন্তি তার বেড়ে ওঠার ভেতর দিয়ে তার মা-কে প্রকাশ করছে এবং তা দুর্বিপাকে ফেলে পিতা জুনায়েদকে। জুনায়েদের অন্তর্জগত দ্বিধান্বিত হয় এবং সে বুঝতে পারে বিন্তির নিকট তার ঘৃণ্য হয়ে ওঠার ব্যাপারটি। এই দ্বিধা ও রক্তাক্তবোধ ক্ষয় করে জুনায়েদকে—

> নুয়ে পড়ে জুনায়েদ। কঁকিয়ে ওঠে সে এবড়ো থেবড়ো রাস্তায় নড়বড়ে গাড়ির মতো। বুকের মধ্যে চলমান চাকায় পিস্ট হতে থাকে সম্পর্কের সচিত্র দলিল।[৪২]

'বৃশ্চিকের জাল ও অন্যান্য গল্প' (১৯৯৩) গ্রন্থের গল্পগুলোতে ভর করে আছে ভয়ংকর মৃত্যুভয়, অপ্রাপ্তি এবং প্রেত অন্ধকার। সমকালীন বৃশ্চিকের জালে আবদ্ধ

---

৪১. পারভেজ হোসেন, 'বিলীয়মান বৃত্ত', *ক্ষয়িত রক্তপুতুল*, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৫
৪২. 'ক্ষয়িত রক্তপুতুল', ঐ, পৃ.৫২

স্বপ্ন ও সম্ভাবনা এবং নিরস্তিত্বের আশঙ্কা মানুষকে সর্বদা রাখে ভীত। 'স্তব্ধতার অনুবাদ' গল্পে অন্ধকার তাড়া করছে প্রতিটি চরিত্রকে ; তাদের মাথার উপরে শকুনের দীর্ঘ গ্রীবা, তীক্ষ্ণ ঠোঁট। ভীত মানুষগুলো একে অন্যের নিকট হয়ে পড়ে অবিশ্বস্ত এবং এক সময় কদম আলী, আবদুর রঊফ, মালেক কুয়াশার ভেতর দিয়ে উপস্থিত হয় অদূরবর্তী শ্মশানের মুখোমুখী। চতুর্দিকে কেবল মৃত্যুর ভয়াবহতা, কেবল সমকালের নয় অতীত থেকেও ওঠে আসে ভয়—

> কদমের এমনিতেই গল্প বলার একটা খ্যাতি আছে—পুরো পরিবেশটাকে নিজ আয়ত্তে রেখে সে ওলাবিবির নিষ্ঠুরতার কথা বলে চলে এবং মালেকের শকুন দর্শনের ভয়ার্ততার কাহিনী বিস্তৃত হয়ে তারা তাদের পূর্ব পুরুষের সহায় এবং সর্বনাশের ইতিহাসের মুখোমুখি বোবা দৃষ্টি নিয়ে ন্যুব্জ হয়ে পড়ে।[৪৩]

উপর্যুক্ত ভয়াবহ অন্ধকার নিরাশার রূপ নিয়ে 'মাখন চাঁদের প্রেতছায়া' গল্পে সর্ববিস্তারি :

> ভূতের মতো গাঢ় অন্ধকার ক্রোধান্ধ বিভীষিকার মতো ওর ঘাড়ের ওপর হামলে পড়ে। পোড়া ইটের পাঁজার ওপর বসে বসে হাঁপড়ের মতো বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস সামলে উঠে দাঁড়ায় মীর মোহাম্মদ। না, কোথাও কোন আশ্বাস নেই, কেবল ফাঁপা শূন্যতা এক গভীর বেদনাবোধের অতল থেকে উঠে এসে অক্টোপাসের মতো সহস্র শীতল বাহুতে জাপটে ধরছে, দম আটকে দিচ্ছে। তপ্ত পিচের ওপর একটা নিস্পন্দ নির্বিকার পাথরের ন্যায় গড়িয়ে চেতনাহীন তন্দ্রার মধ্যে ডুবতে ডুবতে দিকভ্রান্ত সে, যেন তার চোখে দৃষ্টি নেই ; আত্মার বোধে কোন স্বপ্ন নেই, উদ্দেশ্য নেই — এমনই।[৪৪]

মহীবুল আজিজ তাঁর গল্পে পরিপ্রেক্ষিত ও সমাজসচেতনতার পরিচয় দিতে সচেষ্ট। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স ও নবিতুনের ভাগ্যচাঁদ' (১৩৯৫) বিষয়ের বিচারে সাফল্যের পরিচয়বাহী না হলেও সমাজ, রাজনীতি ও ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জগত উন্মোচনের আগ্রহ লক্ষণীয়। 'গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স ও নবিতুনের ভাগ্য চাঁদ' গল্পে এক শহীদ জননীর রাজনৈতিক-শিকারে পরিণত হয়ে মৃত্যুবরণ করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রাজনৈতিক টাউট এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের দুর্বিপাকে স্বাধীনতার অর্জিত সাফল্য কখনোই ভোগ করতে পারেনি। দরিদ্র মানুষ, এবং তারা ব্যবহৃত হয়েছে ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে। নিমপুর গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স স্থাপিত

---

৪৩. পারভেজ হোসেন, 'স্তব্ধতার অনুবাদ, *বৃশ্চিকের জাল ও অন্যান্য গল্প*, ঢাকা, ১৯৯৩,পৃ. ১৬

৪৪. 'মাখন চাঁদের প্রেতছায়া', ঐ, পৃ. ১৭

হলে তার উদ্বোধক নির্বাচন করা হয় নবিতুনকে ; তার একমাত্র পুত্র মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে। ইউনিয়ন–মেম্বার মাগরেব আলী এই উন্নয়ন কাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং সে সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জানায়, বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান দেশগঠনের কাজে গ্রামীণ জীবনে বিপ্লব ঘটাতে চান।

> মাগরেব একই সঙ্গে এই কথাও মানুষকে বোঝায় যে, পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানেরা গ্রামীণ মানুষের সরল বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। ফলে জনগণই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের কথায় ও কাজে অদ্ভুত মিল।[৪৫]

নবিতুনের স্মরণ হয় অতীতে একদল এসে শুনিয়েছিল পুত্রের সম্মানপ্রাপ্তি এবং তার জমিতে সরকারি খরচে চাষাবাদের কথা। এ–জন্যে তারা টিপসই নিলো, কিন্তু পরে সবাই জানলো নবিতুন জমি বিক্রি করে দিয়েছে। তবু নবিতুন গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স উদ্বোধন করতে আসে, আর শহর থেকে আসে বড় নেতা, তারা জনগণের দুঃখ–দুর্দশার কথা বলে। শেষ পর্যন্ত নবিতুন মাউথপিসের সামনে এসে মঞ্চে আসার উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে, তার মনে হয় শহরের মানুষ হয়তো তার অভাবের কথা শুনবে।

> কাজেই নবিতুন শুরু করে ... সরকার বলেছিল আমার জমিতে ফসল হবে। আমার ভাত কাপড় হবে। আমার জমি বেদখল হল। এককণা ফসল পালাম না। অহন পেটের জ্বালায় আমি মরতিছি। আমি জমি ফেরত চাই। আমি বাঁচবার চাই।[৪৬]

কিন্তু শহর থেকে আসা নেতৃবৃন্দ এবং গ্রামের মানুষ অভাবের কথা শুনতে চায় না। উদ্বোধন শেষে নবিতুন ভরপেট খেতে পায় দামি খাবার, যা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

'দুগ্ধগঞ্জ' (১৯৯৭) গ্রন্থে মহীবুল আজিজ সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতার গভীরতায় প্রবেশ করেছেন। 'তাড়িখানায় বিস্ময়কর বালক ও পশ্চাৎ কাহিনী' গল্পে সামরিক শাসনে বিশৃঙ্খল যুবমানস, স্মৃতিসূত্রে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা এং সমকালীন বাস্তবতার পরাভব চেতনা অঙ্কিত হয়েছে। বন্দুকের নিচে বিপর্যস্ত হয় সুস্থ সচেতনতা, আত্মমগ্ন যুবসমাজ শিকার হয় মনো বিশৃঙ্খলার।

> কিভাবে জানিনা সেই সময়ে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল শুড়িখানার সঙ্গে একটা যোগসূত্র আছে সৃজনশীলতার।[৪৭]

---

৪৫. মহীবুল আজিজ, 'গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স ও নবিতুনের ভাগ্যচাঁদ', *গ্রাম উন্নয়ন কমপ্লেক্স ও নবিতুনের ভাগ্যচাঁদ,* চট্টগ্রাম, ১৩৯৩, পৃ. ৭৭

৪৬. ঐ, পৃ. ৭৯–৮০

৪৭. মহীবুল আজিজ, 'তাড়িখানার বিস্ময়কর বালক ও পশ্চাৎকাহিনী', *দুগ্ধগঞ্জ,* চট্টগ্রাম, ১৯৯৭,

এই বিশ্বাসের উৎস বিরুদ্ধ পরিবেশ : অবদমিত ক্ষোভ এবং বিকাশহীন পরিস্থিতি এ-মনোভাবের জন্ম দেয়।

> রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে উলঙ্গ বন্দুকগুলোকে লক্ষ করে খিস্তি ঝাড়ি। বাড়ি ফিরে সেই খিস্তিকে পরিণত করি কবিতায়।[৪৮]

কবিযশোপ্রার্থী কথকের স্মৃতিসূত্রে উদ্‌ঘাটিত হয় ইয়াকুবনগরের কথা। অবাঙালি অধ্যুষিত এ-স্থানে ১৯৭১-এ হত্যা করা হয় অনেক বাঙালি, জবাই করে ফেলা হয় দিঘির জলে, মাটির রঙ লাল হয়েছিল কথকের কাকার মতো মানুষের তাজা রক্তে। স্বাধীনতার পর বাঙালিরা পুনরায় ফিরে আসে ইয়াকুবনগরে; 'কিন্তু এমন শোনা যায়নি কোন বাঙালি বিহারীদের জিজ্ঞেস করেছে, তোমরা সেদিন যা করেছিলে তার জবাবদিহি চাই।' বরং তার পরবর্তী প্রজন্ম সবান্ধব ফিরে এসেছে ভিন্ন সূত্রে সিদ্দিক আলীর তাড়ির দোকানে এবং সেখানে খুনি বৃদ্ধ রুস্তমকে দেখে তারা 'খুব করুণা বোধ' করে। সিদ্দিক আলীর কিশোরপুত্র হায়দার আলীর ষোল গ্লাস তাড়িপানের আশ্চর্য ঘটনায় তারা হতবাক হয়। এ-ঘটনার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে সামরিক শাসনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় নতুন প্রজন্মের পরাভব চেতনার রূপটি। স্বাধীনতার উজ্জীবন ধ্বংস করে দিয়ে বন্দুকের নল গ্রাস করছে মানবীয় মূল্যবোধ এবং এ-জন্যে লেখক একাত্তরের অবাঙালির হাতে মৃত্যু ও বর্তমানে অবাঙালির তাড়িতে নেশাসক্তির প্রতিতুলনা করেছেন ঃ

> ... গলা পর্যন্ত টলটল করে নেশা ; আমি (যদি) মরে যাই ঘুমের ভেতরে প্রবল নেশায়, তাহলে আমাদের পরিবার একাত্তরে কাকার মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরে পুনরায় লাভ করবে আরেকটি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। কাকা এখন চিরবিশ্রাম নিচ্ছেন ইয়াকুবনগরে তাঁর বাড়ি বানানোর জন্যে কেনা প্লটের জমির নীচে।[৪৯]

'বর্ণবিপর্যয়' গল্পে একাধারে ফুটে ওঠেছে শ্রেণীবৈষম্য, মৃত্যুভীতি ও দুর্নীতির স্বভাবচরিত্র। নাগরিক মধ্যবিত্তের দালান-কোঠার পাশেই গড়ে ওঠে অস্বস্তিকর বস্তি এং তাতে শ্রেণীবৈষম্যের সংঘাতও অনিবার্য হয়ে ওঠে। শফিক আহমেদ তার বাগানের ভেতর আবিষ্কার করে বস্তাবন্দি মস্তকহীন লাশ এবং পুলিশকে তা জানানো হলে তারা সক্রিয়তার ভান করে মাত্র। কিন্তু মত্যুভয় সাংবাদিক শফিককে তাড়া করে ; সে মৃত্যু-রহস্যের সুরাহা না হওয়ার জন্যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং তখনই বোঝা যায় এই হত্যার উৎস বস্তি নয়, এর মূল বহুদূর প্রসারিত। এর সাথে

পৃ. ৯
৪৮. ঐ, পৃ. ১০
৪৯. ঐ, পৃ. ২৪

জড়িত প্রশাসনিক দুর্নীতি, তাই দারোগার উক্তি—

> ... বস্তিটাকে যত গরীব গরীব দেখায় তত নিরীহ মনে করার কারণ নেই, সব কটা শয়তান থাকে ওখানে, সব কটা হারামজাদা।[৫০]

থানা ফেরত শফিক শেষ পর্যন্ত তার বাড়ির ভেতরে মৃত ব্যক্তির মাথাটি দেখতে পায় এবং অশুভ শক্তির প্রবল প্রতাপে শঙ্কিত ও বিপন্ন বোধ করে সে। 'বেদরকারী মানুষের গল্প' ভিক্ষুক–জীবনে অস্তিত্ব সংকট, সুস্থ জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং নিঃসঙ্গ মৃত্যুকে চিত্রিত করা হয়েছে। 'ধোঁয়া–দর্শন' কথা ও কাজের বৈপরীত্যের গল্প এবং 'মাটির মানুষ' গল্পে অন্নাভাবে উম্মাদের মৃত্তিকাভক্ষণের কাহিনী। 'রায়' গল্পে বর্ণিত হয়েছে ভয়ঙ্কর কিছু হত্যাকারীর চিত্র। নির্দোষ এক ব্যক্তিকে রাতের অন্ধকারে ধরে এনে তারা অভিযোগনামা পাঠ করে শুনায় ঃ

> 'আমাদের নির্দেশ অমান্য করেছে সে !
> আমাদের নামে সে কুৎসা রটনা করেছে !
> সে কর্ম তৎপরতা চালিয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে।[৫১]

এ–অভিযোগ–উৎস ধৃত ব্যক্তি জানে না, তবু তা প্রমাণিত হয়, কেননা এ বিচার এক পাক্ষিক এবং শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড। সাধারণভাবে নয় – প্রথমে ধৃত ব্যক্তিকে ছাদ থেকে ফেলা হবে, তারপর গুলি করে হত্যা করা হবে এবং সর্বশেষে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হবে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় এবং শুরু হয় আলখেল্লা পরিহিত পরিচিত মুখগুলোর তাণ্ডব উল্লাস ঃ

> চীনে মাটির থালার ওপরে মৃত লোকটির চোখ তখনও খোলা।
> হাসতে হাসতে সে [হত্যাকারী] তাকায় সেই চোখের দিকে। সে নিশ্চিত ভয়ের কোন ব্যাপার নেই। কারণ সেই দৃষ্টির চোখ নিষ্প্রাণ। অন্যেরাও আলখেল্লা সরিয়ে যোগ দেয় আনন্দ সভায়।[৫২]

মামুন হুসাইন তাঁর 'শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি' (১৯৯৫) গল্প গ্রন্থে বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের সম্পর্ক, সমাজ–সংস্কৃতি ও ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বচেতনার স্বরূপ উদঘাটন প্রয়াসী। বিষয়–বিন্দু কোথাও স্থিত নয়, বিষয়ান্তরে অনবরত সঞ্চারমান : অস্তিত্বের অবস্থান থেকে চেতনাজগতে একাধারে যে বিচিত্র অনুভবপুঞ্জ সক্রিয় থাকে তার অনুপুঙ্খ ধারণ প্রয়াস এর বৈশিষ্ট্য। লেখকের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ঘটনার বহির্বাস্তব ছিন্ন করে চরিত্রের অন্তর্জগতে প্রবেশ করে এবং অনুভূতির সংবেদনশীলতা

---

৫০. 'বর্ণবিপর্যয়', *দুগ্ধগঞ্জ*, ঐ, পৃ. ৩৯
৫১. 'রায়', *দুগ্ধগঞ্জ*, ঐ, পৃ. ৬১
৫২. ঐ, পৃ. ৬৪

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আপাতভাবে এটি পরিপ্রেক্ষিতে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও বহু অনুভবের সম্মিলন ঘটনা ও বিষয়কে গতিশীল রাখে। প্রবহমান অন্তর্জীবনকে ধারণ করতে গিয়েই ভাব-অনুভাবের বিচিত্র খণ্ডচিত্রের মিছিল গ্রথিত করতে হয়েছে, তা সামনে ছুটে চলে বিপুল বেগে, আপাত পারম্পর্যহীনভাবে। তাঁর গল্প নিরন্তর প্রবহমান বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, সমাজবাস্তবতার অন্তর্লীন কথকতা। 'সেখানে জন্মভূমির কথা আছে, বাংলাদেশের চিরদুঃখী লোকজীবনের গাথা আছে, আমাদের ছোট খাটো লোভ লালসা আর অনেক দুর্ভাবনা ও দুর্যোগের বর্ণনা আছে ; এদেশের যুগ যুগান্তর বাহিত পরম্পরা, লোকশ্রুতি, লোকবিশ্বাস ও কোথাও কোথাও মিথের ব্যবহার আছে, আর আছে বাংলাদেশের মানুষের অনুভূতিশীল অন্ত:করণে জোর প্রভাবসঞ্চারী ধর্মীয় উপলব্ধি, এবং রোদ-বৃষ্টি ভালোবাসার শীতল ছায়ায় মিশে থাকা চিরন্তন বাঙালি জীবনের অনাবিল স্পর্শকাতরতা, যা মৃদু স্বনন ফল্গুর মতোই এদেশের মানুষের জীবন ঘিরে নিরন্তর বহমান।[৫৩] 'মৃত খড় ও বাঙাল একজন' গল্পের চেতনাপ্রবাহে বর্ণিত হয়েছে বাংলার নিরন্ন-নির্যাতিত মানুষের আর্থসামাজিক বাস্তবতা এবং মনোজগতের বিচিত্ররূপ-রূপান্তর। আফতাব নামের ব্যক্তিটি সামান্য রুটি-গুড় সম্বল করে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। বিনা টিকিটে ট্রেন-ভ্রমণের দায়ে পুলিশি নির্যাতনে সে নেমে পড়তে বাধ্য হয় এক অচেনা স্টেশনে। ফরিদপুরের ভাঙা-নিবাসী আফতাব অনাহারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে রাস্তায় এবং সমব্যথী কিছু লোকের সহায়তায় সুস্থ হলে সে কাজ পেতে চায়। লেখক ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায়, অবশ্যই তা রাজনৈতিক, আফতাবের নতুন নামকরণ উদ্‌ঘাটন করেন —

> সে নাম বললো আফতাব। অথচ সবাই তার নাম যেন পরামর্শ করেই ভুলে গেল। এমনকি আফতাবের পরিপূরক বাংলা নাম 'সূর্য্য' কি তার কাছাকাছি চন্দ্র বা চাঁদ — কিছুই আর মনে রাখা হলো না কোন দিন। পরিবর্তে তার কথা বলার ঢং আর বিশেষ-বিশেষ শব্দ নির্বাচনের পদ্ধতি বিবেচনা করে গায়ের মানুষ নাম দিল বাঙাল।[৫৪]

বাঙাল চাকরি পায় মুরগির খামারে। অনুপুঙ্খ বর্ণনায় বাঙালের দৈনন্দিন কর্মময় জীবন ও স্বপ্নকাতরতা প্রস্ফুটিত হয়। সেখানে এক অবাঙালি মেয়েকে তার ভালো লাগে এবং সেই সূত্রে তার মায়ের কথা মনে হয় যে এক আতর ব্যবসায়ীকে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে।

---

৫৩. *বাংলাদেশের ছোটগল্প : বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*, পৃ. ৬১৫
৫৪. মামুন হুসাইন, 'মৃতখড় ও বাঙাল একজন', *শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১২

> এক বৃষ্টির দিনে কলমি শাক বিক্রি শেষে ফিরে এসে যখন সে শুকনো লুঙ্গির জন্য চিৎকার করছে, তখন সেই ভেজা ঢাকনা ভেদ করে জানালার এপার থেকে দেখতে পেয়েছিল পল্টু, তার মা ওপারে কাঁদছে আর সেই কান্না ক্রমশ: আকাশের বৃষ্টির সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।[৫৫]

প্রাত্যহিক কর্তব্যকর্মের ভেতর ডুবন্ত বাঙাল স্মৃতি খুঁড়ে বর্তমানকে স্পর্শ করে। মনে পড়ে তার এক বন্ধু শেখ মুজিবের পাজামা, কালো কোট ও চশমার কথা বলেছিল। মনে পড়ে ভোটের বছর তার পিতা আলকাতরা মাখানো ডিঙিনৌকা মাদ্রাসার নিকট মাচানে বসিয়েছিল – নৌকায় ভোট চাওয়ার প্রয়োজনে। অন্যদিকে রাতের 'শিয়াল বিলাসী অন্ধকারেই' সে শুনতে পায় স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মান্ধের ওয়াজ। কিন্তু, 'দুটো বেড়াল মারমুখো হয়ে এই সময় হঠাৎ পেশাব করে দিলে আফতাব আর ধরতে পারলো না সাঈদী সাহেবের লণ্ডন বেড়ানো কাহিনী' এবং 'ওয়াজের ভেতর বার্মিংহাম কাহিনী শুরু হলে কালো গাই খুব মুর্খের মত শব্দ করে হাঁচি দেয়।' এভাবে গল্পটির একপ্রান্তে বাঙালের অনাহারী, হাড়ভাঙা পরিশ্রমী জীবন এবং অন্যপ্রান্তে বাঙালির জাতীয় জাগরণ ও বর্তমান পরাভব চেতনার সূত্র বর্ণনায় তাৎপর্যপূর্ণ।

বাঙাল আফতাবের আকস্মিকভাবেই বিয়ে হয় এবং তার ভেতর জেগে ওঠে গৃহের আকাঙ্ক্ষা। স্ত্রী–সান্নিধ্যে থাকা কর্তার পছন্দ না হলেও, জৈবিক আকাঙ্ক্ষা–সূত্রে সে হয়ে ওঠে ব্যক্তিত্ব–স্পর্শী, বিদ্রোহী এবং চলে আসে সন্তান সম্ভবা স্ত্রী–সান্নিধ্যে। বাঙাল আফতাবের এই মুক্তি এবং পাকিস্তানি নিষ্পেষণ থেকে বাঙালি জাতিসত্তার মুক্তিকে একীভূত করে দেখেছেন লেখক। কিন্তু এই স্বাধীনতা নিরন্ন বাঙালির জীবনে আশার সপক্ষে থাকেনি। জিন্নাটুপি পরিবর্তিত হয়েছে ক্ষ্যাপাটে সৈনিকের হেলমেট–এ। গ্রামীণ স্বপ্ন হারিয়ে যায় আকালের স্রোতে।

> কোথা থেকে ধসে–পড়া ভাঙা বাড়ির ইট–সুরকির তলায় আমাদের ক্ষতবিক্ষত লাশ মুহূর্তে জমে ওঠে। তুমি হয়তো হাত বাড়ালে। কেউ হিঁচড়ে ওঠানোর আগেই কোথা থেকে এক ঘুম এসে পড়ে। খুব গাঢ় বিষ্টির মত ঘুমের ঘোর। বহুকাল নির্ঘুম থেকে থেকে, অনিন্দ্রার কষ্ট সয়ে সয়ে বাঙালের শৈশবের বরেন্দ্র। আমাদের বরেন্দ্র আর প্রপিতামহদের চন্দ্রদ্বীপের অধিবাসিরা এবার ঘুমিয়ে পড়ে আর কখনও কখনও সারারাত ঘুমের ভেতর হেঁটে বেড়ায়...।[৫৬]

গল্পটির অন্তর্মূলে সক্রিয় আছে ইতিহাস ও রাজনৈতিক সচেতনতা। বাঙালির

---

৫৫. ঐ, পৃ. ১৫
৫৬. ঐ, পৃ. ২৯

অর্থনৈতিক শোষণ-নিষ্পেষণ এবং এর থেকে উত্তরণের জন্যে যে স্বাধীনতার মূল্যবোধ তাকে আমরা বস্তুনিষ্ঠভাবে ধরে রাখতে পারিনি হত্যা আর সামরিক চক্রান্তে। বাঙাল আফতাবের ব্যক্তিজীবনের প্রতীকে বাঙালির বিজয় ও পরাভব চেতনাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

> ঝড় কিছুটা কমার পর গুঁড়ি গুঁড়ি বিষ্টির মধ্যেই, বাঙালের বিছানা চাদর-বউ, খড়ের পালা, বুড়ার ধানের গোলা, পুকুর, সর্বত্রই এ-বেলা কেবল নতুন এক মধ্য আগস্টের শেয়ানা সেপাইরা থোক হয়ে হয়ে দাঁড়িয়ে।[৫৭]

'এ এক পুনরুত্থান' গল্পে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে সমাজজীবনের প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ব্যর্থতাজনিত হতাশা ও ক্ষোভ, হত্যার নৃশংস রাজনীতি, আততায়ী-ভীতি ভয়ঙ্কর জীবন এবং আত্মবিনষ্টির রূপকল্প অঙ্কনে লেখক সচেষ্ট। যুদ্ধপরবর্তীকালে যারা কেবলই যুদ্ধ থেকে ফিরেছে এ রকম বিরাট এক যোদ্ধার দল হঠাৎ হঠাৎ গ্রেপ্তার হয়ে চিরকালের মত ভিটে ছাড়া হয়ে যায় অথবা তাদের গুম হয়ে যাওয়া লাশ আর আসে না।' তখন শুরু হয় আরেক মৃত্যু-গান, তা চিরকালীন চাষা-ভুষাদের মঙ্গলের জন্য এবং মূলমন্ত্র ক্ষমতা, ক্ষমতার অধিকার—সেই স্বপ্ন,

> মনে হয় আমি যেন বৃহত্তর দুনিয়ার অংশ। জীবন এখন অনেক ভালো, কেননা আমি যা উৎপাদন করি সেটা সবই আমার।[৫৮]

তবে এই আদর্শ জনমনে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এনে দিতে পারেনি, এর কারণ জনসম্পৃক্ততার অভাব, তারা কেবল মৃত্যুই অবলোকন করেছে, আলো নয়, ফলে রাতবাহিনীর আতঙ্ক সাধারণ ব্যক্তিজীবনেও অনুপ্রবিষ্ট হয়। স্বামীহারা মুংলার মা-ও অবিশ্বাস আর মৃত্যুর কথা বলে –

> তোর রেমান চাচারে আমি বিশ্বাস করিনা। তোর বাপেরে মারছে পচাকাঠের মাঠে নিয়ে।... রেমান চাচা তোর বাপের বন্ধুলোক। বন্ধু বন্ধুর সর্বনাশ করে।[৫৯]

প্রকৃতপক্ষে সময়-বিবরে বন্দি যুবসমাজ হতাশা ধারণ করে আছে। তারা মৃত্যুর বদলে চেয়েছে মুক্তি কিন্তু সময়কে অতিক্রম করতে পারেনি। রোমান্টিক রাজনীতির বাল্যরোগ বোধে চাতুর্যে উত্তীর্ণ হয়নি বলেই স্খলন এসেছে বারবার এবং আত্মবিনষ্টির ক্ষতি স্বীকার করেছে জাতি। কবি-প্রকৃতির ছেলেরা ট্রিগার টিপে ধরে নিজের মাথার খুলিতে :

---

৫৭. ঐ, পৃ. ৩০
৫৮ 'এ এক পুনরুত্থান', *শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি*, ঐ, পৃ. ৩২
৫৯. ঐ, পৃ. ৩৫

> আসলে একটি প্রেমের কবিতা লিখেছিল, বিপ্লব আসন্ন আর সে প্রেমিকা নিয়ে কবিতা লিখতে চায়। এই নিয়ে দলের একজন তাকে ভর্ৎসনা করে। ছেলেটি যে জন্য শেষপর্যন্ত লাজুক, রাগী আর খেয়ালী মানুষের মত খুব আধুনিক কায়দায় প্রিয় বন্দুকটি গলার ভিতর পুরে আচমকা ঘোড়া টিপে দেয়।[৬০]

'সনকার কালা বুড়ি ও আমাদের দিন যাপন', 'এক প্রার্থনার ঘুম', 'আকুল পরান' গল্পেও লেখক ইতিহাস ও কাল সজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাস-ঐতিহ্যের সূত্রধরে লেখক বারবার ফিরে আসেন বর্তমানে, গ্রামবাংলার বাস্তবতায়। 'আকুল পরান' গল্পে চৈতন্যপ্রবাহরীতিতে ঐতিহ্যসূত্রে শোষণের ইতিহাস বর্ণিত হয় —

> আগামী কল্য আমাদের বুনানি ধান ভাঙ্গিয়া সাহেব নীল বুনানি করিবে। বহুতর লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়াছে। ... ধান ভাঙ্গিয়া নীল বুনানি করিলে কি করে প্রজা বাঁচিবে? কি ঘৃণার কথা। কোথায় বেলাত, আর কোথায় এ-দেশ।[৬১]

পিতার কুঠিবাড়ি-নীলের গল্পসূত্রে পুত্র আকুলের প্রতিক্রিয়া এবং মানসিক বৈকল্যের সূত্রপাত। সেও স্বপ্নে দেখে —

> যেন নীল চাষ না করায় লাঠিয়ালেরা তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, একশত গরুবাছুর নিয়ে গেছে, গ্রামবাসীকে পিটিয়েছে বেধড়ক আর কুঠিতে রায়তদের আটক রেখে কমের পক্ষে ষাটবার বেত্রাঘাত করছে।[৬২]

ইতিহাস ও স্বপ্ন বাস্তবতায় ভিন্নরূপ ধারণ করে এবং মানসিক ও শারীরিক বৈকল্যের কারণে স্ত্রী পলাতক হয়। শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসকই নীলকরের প্রতিমূর্তি ধরে এবং চলে শোষণ-অত্যাচারের ঐতিহ্য।

> পলাতক বউয়ের গর্ভজাত মেয়েটিকে নপুংশক প্রেসিডেন্টের বাইশজন বাছাই প্রিয়মানুষ পুরনো শুকনো খালের ভেতর একটি শীতল পাটি বিছিয়ে সন্তান তৈরির উৎসবে জোরপূর্বক উপস্থিতির বন্দোবস্ত করলে রক্তাক্ত মেয়েটি এখন দু'দশদিন পরপরই সালিশ বৈঠকে একই বয়ান করে কি করে তাকে ক্রমাগত ধর্ষণ করেছে।[৬৩]

তারপরও ঐতিহ্যসূত্রে আকুলের পিতা জীবিত হয় এবং আকুল পরিণত হয় যুবকে। মোরগের প্রতীকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং কুঠিবাড়ির প্রতীকে

---

৬০. ঐ, পৃ. ৪৪
৬১. 'আকুল পরান', *শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারি*, ঐ, পৃ. ৭৭
৬২ ঐ, পৃ. ৭৭
৬৩. ঐ, পৃ. ৭৮

শোষণের প্রতিমূর্তি বারবার আসে। যৌনতার জান্তবতা ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের শেষ কখনোই হয় না, এ ধারা নিরন্তর বয়ে চলে।

সমাজ-সম্পৃক্ত চৈতন্যের লালন এ-সময়কার গল্পে স্বল্প নয়। মধ্যবিত্তের রাজনীতি অনবরত তার পরাজয়ের গ্লানি যখন লেখককে আকৃষ্ট করে, তাতে থাকে আক্রোশ বা স্মৃতিচারণ। জাতিসত্তার স্তব্ধতা অনুধাবন করতে গিয়ে বৃহৎ এক প্রতিপক্ষ যেমন থাকে, পাশাপাশি আপন শ্রেণীকেও আক্রমণ না করে পারা যায় না। ইমতিয়ার শামীম তাঁর 'শীত ঘুমে এক জীবন' (১৯৯৬) গ্রন্থে নাগরিক মধ্যবিত্তের শীতঘুমকে চিহ্নিত করে রাজনৈতিক জনচেতনতায় চেয়েছেন জাগ্রত করতে। 'উপান্তে গণিকাপথ' গল্পে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-অবদমন এবং জুম্ম জনগোষ্ঠির ওপর সামরিক শোষণের ঐক্য উপস্থাপনায় প্রতিবাদী।

> আটজন উপজাতির জন্যে একজন সামরিক বাঙালি হলে একজন মীরা সমান ক'জন বাঙালি পুরুষ বোধ হয় কষতে বসেছিল সেই হিসেব।[৬৪]

'কবিতার সংজ্ঞা' গল্পে গ্রাম থেকে ওঠে আসা বস্ত্রবালার ধর্ষিত হওয়ার কাহিনীর ভেতর দিয়ে লেখক নারীর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শোষণ ও অবমূল্যায়ন চিহ্নিত করেছেন।

> আমাদের মৃত আত্মজা রাজকন্যা সদৃশ্য আয়েশা আক্তারও বন্দি হইয়াছিল বস্ত্রশিল্পের তস্কর ব্যবসায়ীদের প্রাসাদে।[৬৫]

স্বাধীনতা-উত্তর রাজনৈতিক অস্থিরতা বর্ণিত হয়েছে 'চিরদিন তোমার আকাশ' গল্পে। প্রতিপক্ষ হত্যার উল্লাস, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা এবং ব্যক্তিজীবনে পরাভবচেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠে এ-গল্পে।

> বগল কাটা কালো কোট পরা ছেলে গুলো ষাট দশকের কৃতি ছাত্রটাকে নিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়লো, যেন গ্রামে চলে যাওয়া অপরাধ, যেন গ্রাম থেকে উঠে এসে শহর দখল করা রীতিমত পাপ।[৬৬]

রাজনৈতিক উচ্চারণে লেখক প্রায়শ ক্ষুব্ধ এবং শিল্পমান ক্ষুণ্ন করেও প্রত্যক্ষে উচ্চকিত। সামরিক শাসনে জনজীবনে যে ক্রোধ তার রূপায়ণে লেখক স্পষ্টবাদী। সামরিক শাসকের অবৈধ দাবি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনষ্টির বিপক্ষে তিনি প্রতিবাদী।

---

৬৪. ইমতিয়ার শামীম, 'উপান্তে গণিকাপথ', *শীতঘুমে একজীবন*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ২০
৬৫. 'কবিতার সংজ্ঞা', ঐ, পৃ. ২৪
৬৬. 'চিরদিন তোমার আকাশ', ঐ, পৃ. ৩৫

সাদ কামালী তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ 'অবশেষে নিঃশব্দে অন্তিমে' (১৯৯২)-এর মধ্যে মধ্যবিত্তের অন্তর্মুখী বৈনাশিক চেতনার রূপায়ণে সফল। চেনাজগতের জটিলতা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বৈষম্য যে মনোবিকারের জন্ম দেয়, সে মনোবিকারের শিকার সমগ্র মধ্যবিত্ত, জৈব-মানস ও যৌবনধর্ম—তারই আত্মবিনাসের শিল্পরূপ 'অবশেষে নিঃশব্দে অন্তিমে' এবং 'বৃক্ষের পাতার মতো মানুষের মুখ' গল্প দু'টো। একঘেয়ে উত্তেজনা ও আবিষ্কারহীন মধ্যবিত্ত আত্মবিনাশে শিল্প-সন্ধান করে। বিষণ্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে সংগে উত্তরণ ঘটে না এবং অস্তিত্ব-উচ্ছেদে ডেকে আনে পরাভবচেতনা। 'অবশেষে নিঃশব্দে অন্তিমে' গল্পে যুবক 'সাগর বরাবরই অন্তর্মুখী নিঃসঙ্গতাপ্রিয়। স্বপ্নময় উদাসীন এবং বিষণ্ন।' তাকে চিন্তার সচেতনতা আকৃষ্ট করে এবং শব্দের অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে গিয়ে আবিষ্কার করে শ্রেণীবাস্তবতা। কিন্তু 'শব্দ নিয়ে এমন ভাবনাচিন্তায় সাগর আরও অন্তর্মুখী এবং বিচ্ছিন্ন হতে থাকে।' এই বিচ্ছিন্নতা পরাজিত করে মানব অস্তিত্বকে এবং সাগর এগিয়ে যায় আত্মবিনষ্টির দিকে–

> কেরোসিন ভর্তি হ্যারিকেন পেয়ে সামান্য উদ্ভাসিত হলো ওর ক্লান্ত বিষণ্ন মুখ! শরীরে অদ্ভুত উত্তেজনায় কিছু সুস্থবোধ করল। ঠোঁট আবার বিড় বিড় করে উঠল। হ্যারিকেন নিয়ে রান্নাঘরে ফিরে এসে দাঁড়ালো মাঝখানে। উপুড় করে সব তেল মাথায় শরীরে জামা কাপড়ে মাখিয়ে নিল। একটা শিহরণ সাগরকে সামান্য কাঁপিয়ে দিল। কেরোসিনের বিকট গন্ধ খারাপ লাগছে না। হাত বাড়িয়ে দিয়াশলাই তুলে নিল নিচু তাক থেকে।
>
> সাগরের ঠোঁট এবার স্পষ্ট স্বরে নড়ে উঠল— মানুষের শরীর আগুনে পুড়ে কেমন শব্দ রচনা করে।[৬৭]

কিন্তু শ্রেণী সংগ্রাম ও সর্বহারার রাজনীতি, বিপ্লবী আশাবাদ, গ্রাম্য রাজনীতি ও তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে গল্পগুলো সরলরৈখিক ও শিল্পমানে ক্ষুণ্ন। এ প্রসঙ্গে 'তত্ত্বের জয়পরাজয়', 'মবু পিয়নের খতিয়ান বহি', 'নির্দেশ', 'শুবলা দাসীর ধর্মযুদ্ধ' প্রভৃতি গল্পের উল্লেখ করা যায়। তবে গল্পগুলোতে লেখকের সমাজ-সচেতনতার স্পষ্টতা অনুধাবনযোগ্য। সাদ কামালীর পরবর্তী দু'টি গ্রন্থ 'অভিব্যক্তিবাদী গল্প' (১৯৯৬), 'উপকথার আপেল' (১৯৯৬)। এ-গুলোতে বিষয়বৈশিষ্ট্য লেখকের চৈতন্য-সংকীর্ণতায় উজ্জীবিত উত্তরণ-প্রয়াসী নয়। পরিপ্রেক্ষিতহীন গল্পগুলো ক্ষুদ্র অনুভবে স্তিমিত হয়, বোধের মুক্তি ঘটে না; যদিও লেখক উচ্চাশায় দিগন্তে হাত বাড়ান।

---

৬৭. সাদ কামালী, 'অবশেষে নিঃশব্দে অন্তিমে', *অবশেষে নিঃশব্দে অন্তিমে*, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৯

শাহাদুজ্জামান পরাক্রান্ত বাস্তবের মুখোমুখী এক বিহ্বল গল্পকার। তাঁর 'কয়েকটি বিহ্বল গল্প' (১৯৯৬)–এর দৃশ্য ও চিত্রকল্প, আবেগ ও দার্শনিকতা অনেকাংশে প্রাবন্ধিকের চৈতন্যস্পর্শী । আমাদের চেতনাজগতের মুক্তিযুদ্ধ, সামরিক শাসন, ক্ষুধা, সন্ত্রাস, যৌনতা, আশ্রয়হীনতা, আশাবাদ প্রভৃতি লেখককে আকৃষ্ট করে। প্রবন্ধ কিংবা আত্মকথনের ভঙ্গিতে একটি অনুভব, একটি সূক্ষ্ম আবেগের স্ফুলিঙ্গ লেখক চেতনার রসে জারিত করে বোধে উত্তরণ ঘটান। গল্পহীন জীবনের ঘটনা বর্ণনায় তিনি দার্শনিক গভীরতার পরিচয় দেন। 'এক কাঁঠাল পাতা আর মাটির ঢেলার গল্প'-র রূপকী ভঙ্গিতে আশ্রয়হীনতার স্বরূপ উন্মোচন ঘটে। জীবনে কাঁঠাল পাতা কিংবা মাটির ঢেলা পায়না একে অন্যকে,—'ঝড়ে কাঁঠাল পাতা উধাও হয়ে গেল আকাশে আর বৃষ্টিতে মাটির ঢেলা আবার হারিয়ে গেল মাটিতে।' আমাদের ক্রমপ্রসারমান মুক্তিযুদ্ধের বোধটিকে বর্ণনা করা হয়েছে 'অগল্প' গল্পটিতে। মুক্তিযুদ্ধকে চিত্রিত করা যায় না মেলোড্রামাটিক যুদ্ধবর্ণনা ও আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে, তেমনি তাকে ধারণ করা যায় না যুদ্ধপ্রজন্মে আত্মবিনষ্টির ট্র্যাজিক পরিণতি চিত্রণের ভেতর দিয়ে। যুদ্ধ কেবল খণ্ডিত ও শ্রেণী–অংশে বিভক্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা নয়, তা সমগ্র জাতির ইতি–নেতির ধারাবাহিক ও সম্প্রসারণশীল বিন্যাস। এই বোধের উদ্ভবে লেখক মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোন গল্প লিখতে ব্যর্থ হন, তবে তার স্বপ্নে ধরা সমগ্রজাতির ইতিহাস। মৃত্যু ও ধ্বংসস্তূপ থেকে উত্থান ঘটে এক ব্যক্তির, পেছন থেকে পাকসেনারা বলছে, 'মুর্দা ভাগ যাতা হ্যায়।' তৃষ্ণার্ত এই ব্যক্তি তার পরিবারের মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে পানিপানের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলে একজন মানুষ কেবল জানায়, ' রক্তপাত হবে না? স্বাধীনতার গর্ভপাত হচ্ছে যে।' আবারও দৌড়াতে শুরু করে লোকটি এবং একজন মানুষের সাক্ষাতে তার তৃষ্ণা ও যুদ্ধের কথা জানায় কিন্তু এ মানুষটিও "হন হন করে যেতে যেতে বললো, 'কোথায় যুদ্ধ কিসের যুদ্ধ? ও তো দুই কুকুরের লড়াই।" তারপরও লোকটি দৌড়াতে থাকে তৃষ্ণা আর যুদ্ধের বিভীষিকা নিয়ে এবং মাছ শিকারের জাল আচ্ছাদিত এক যুবতীর নিকট ব্যক্ত করে তৃষ্ণার কথা, তখন যুবতী বলে, 'জল পাবো কোথায়? জালে কি জল আটকায়?' এ-ভাবে লেখক ১৯৭১ থেকে ১৯৭৪–৭৫ এর ভেতর সমকালীন সামরিক শাসনের বাস্তবতায় প্রবেশ করেন।

> কিছু দূরেই দু'জন মানুষকে রাস্তার দু'পাশে দেখতে পাই। দু'জনের মুখেই ঘন দাড়ি। দু'জনের হাতেই পতাকা। একজনের হাতের পতাকায় কাস্তে হাতুড়ি খচিত, অন্যজনের পতাকায় খচিত চাঁদতারা। কাছে যেতেই কাস্তে হাতুড়ির মানুষটি পতাকা মাটিতে ফেলে বললেন—'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে আমি যা যা বলেছি সব ভুল।' অপর পাশ থেকে চাঁদ তারার মানুষটি তার পতাকা উঁচুতে তুলে তখন

> বললেন,—কিন্তু আমি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে যা যা বলেছি সব ঠিক।' আমি তখন তাদের আমার তৃষ্ণার কথা বলতে যেতেই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এলো চারদিক। আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। স্বপ্নের পর্দাজুড়ে অন্ধকার। অনেকক্ষণ পর আমি ঐ আঁধারে কেবল অদৃশ্য মার্চপাস্টের শব্দ শুনতে পাই। কারা মার্চ করে? পাকিস্তানিরা? বাঙালিরা? ওরা কি এখনও আমার পেছনে ধাবমান? ঐ অন্ধকারেই একসময় একটা মন্ত্র কণ্ঠ শুনি, সে বলছে, 'অস্তিত্বের সঙ্কটে ক্লিষ্টতম মানুষটিও অসীম সাহসে প্রতিরোধ করে—এই হোক মুক্তিযুদ্ধ লব্ধ জ্ঞান।[৬৮]

সাহসী মানুষেরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে, পতন ঘটে কোন স্বৈরশাসকের। কিন্তু এ-বিজয় মুক্তিযুদ্ধের ঐক্য ফিরিয়ে দিতে পারে না। সংঘহীন মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

> আমি বাইরে এসে দাঁড়াই। দেখি মিছিলের মানুষগুলোর সবাই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে দিগন্তের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। একা একা। দিগন্তে তখন আবছা আলো। হেন আলো ভোরের না সন্ধ্যার বোঝা যায় না। ,... স্বপ্নের ভেতর আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে আমি দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকি।[৬৯]

সংশয়-সংকট সমাচ্ছন্ন কালে পরিকল্পিত বোধের বিন্যাস অবান্তর, ফলে লেখক কোন গল্প লিখতে ব্যর্থ হন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। সমগ্রজাতির ইতিহাসের ইঙ্গিতে লেখক মুক্তিযুদ্ধের গতিশীলতাকে চিহ্নিত করেছেন এবং তাকিয়ে আছেন সম্ভাবনার দিগন্তে : 'আমি সিদ্ধান্ত নিই, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্পটি আমি আপাতত লিখবো না ; অপেক্ষা করবো।'

'ক্যালাইডোস্কোপ' গল্পে দর্শনে স্নাতক কিন্তু ব্যবসায়ী নুরুল আলম এবং তার স্ত্রী এক কালের ইংরেজি বিভাগের ফ্যাশানদুরস্ত ছাত্রী শায়লা যে বর্তমানে নিজেকে গৃহবন্দী রাখে এবাদত-বন্দেগিতে - তাদের মধ্যবিত্তসুলভ অন্তর্জগতে যে ক্ষত তা প্রতীকায়িত করা হয়েছে টিভি পর্দায় ভেসে-ওঠা উন্মিত নিগ্রোয়েড পুরুষাঙ্গের সাহায্যে। 'হারুণের মঙ্গল হোক' গল্পে বেকার জীবনের অসহায়তার সুযোগে বেসরকারি মানব-উন্নয়ন সংস্থাগুলোর স্বরূপ অঙ্কিত হয়েছে। 'মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া' গল্পে সমাজ-বিচ্ছিন্ন সামরিক আমলাতন্ত্রের তাৎপর্যপূর্ণ অন্তর্বিশ্লেষণ বিদ্যমান। তিনটি চিঠির মাধ্যমে পরিবার সম্পর্কিত, প্রেমিক, আদর্শ সমাজ গঠনের সৈনিক ও মিছিলকারি যুবকটির সামরিক ব্যক্তি হয়ে ওঠার রূপান্তর পর্ব বর্ণিত হয়েছে। প্রথম চিঠি মা-কে লিখেছে যুবকটি, তাতে সৈনিক জীবনকে মনে হয়েছে

---

৬৮. শাহাদুজ্জামান, 'অগল্প', *কয়েকটি বিহ্বল গল্প*, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫
৬৯. ঐ, পৃ. ১৬

'মিথ্যা মিথ্যা, মিথ্যা' কিন্তু প্রেমিকার নিকট লেখা দ্বিতীয় চিঠিতে নিজের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। সে আর জীবনকে Prospectless মনে করেনা। তবে বন্ধুর কাছে লেখা তৃতীয় চিঠিতে ধরা পড়ে সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রকৃত রূপ ঃ

> ভেবে দেখ, আমাদের দেশ ultimately চলে কাদের পয়সায়? Doner দেশগুলোর পয়সাতেই তো? এখন ওরা তোদের পয়সা দেবে আর সে পয়সার security চাইবে না, সেটা তো হয়না। তোরা কি সেই security দিতে পারবি? দীর্ঘদিন এরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা চলতে থাকলে ওরা তো আস্থা হারিয়ে ফেলবেই। ওরা চাইবে strong কারো ওপর depend করতে। আর তখনই আসতে হবে আমাদের। ... so my friend, বেশি চ্যাঁচামেচি না করে এখন থেকে আমার সাথে যোগযোগটা ঠিকমত রাখ। অচিরেই যে কাজে লেগে যাবে না কে বলতে পারে।[৭০]

মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও যৌনজীবন, তারুণ্যের হাস্যকর অবদমন কিংবা সুবিধাবাদ গল্পকার স্পষ্টভাবে তুলে ধরছেন। তবু জীবনে আশা থাকে, মানুষ এগিয়ে যাবে সামনে। 'মারাত্মক নিরুপম আনন্দ' গল্পে সেই জীবনের কথা :

> জ্যেষ্ঠ : আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি তুমি অগ্রসর হও। অগ্রসর হও সেই অবধি যে অবধি তুমি পারিবে।
>
> কনিষ্ঠ : বিলক্ষণ। কিন্তু আপনার কাছে আমি আরও কঠিন আদেশ প্রত্যাশা করি, জ্যেষ্ঠ।
>
> জ্যেষ্ঠ : তথাস্তু। তবে আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি আরও অগ্রসর হও। অগ্রসর হও সেই অবধি যে অবধি তুমি পারিবে না।[৭১]

শাহনাজ মুন্নী তাঁর 'জ্বিনের কন্যা' গল্পগ্রন্থে নারী অস্তিত্বের বিচিত্র প্রান্ত উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। মিথ, লোকপুরাণ, রূপকথা ও কথা-গাথার আঙ্গিকে চিরন্তন নারীবোধের সূত্রসন্ধান এবং পুনর্বিচার প্রয়াস তাঁর গল্পকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। প্রত্যক্ষ দর্শন চর্চা নয়, উগ্র নারীপ্রগতিবাদী নয়, নারীকেন্দ্রিক মমত্ব প্রকাশের ভেতর দিয়েই তাঁর গল্প শিল্পসফলতা লাভ করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী-অস্তিত্ব নির্ধারিত হয় স্বামী কিংবা পিতার অস্তিত্বের ভেতর দিয়ে। নারীও দীর্ঘকাল সামাজিক দাবীর মুখে স্বামী ও পিতার যৌথ প্রকাশের মধ্যে নিজেকে দেবী

---

৭০. **'মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া', *কয়েকটি বিহ্বল গল্প*, ঐ, পৃ. ৪০**
৭১. **'মারাত্মক নিরূপম আনন্দ', ঐ, পৃ. ৭২**

ভেবে অহঙ্কার করেছে। এই পুরুষতান্ত্রিক-নারীর আত্ম আবিষ্কারের গল্প 'রূপময়ীর ছয়টি হাত'। হেমনগরের রাজকন্যা ও সেনাপতি-স্ত্রী রূপময়ীর সুখ্যাতি রূপ, রান্না ও সুখ-সংগ্রহের জন্য। রাজনৈতিক চক্রান্তে পিতা ও স্বামী নিহত হলে রূপময়ী ভস্মে পরিণত হয়, কিন্তু হেমনগরের জনদাবি ও বিশ্বাসে পুনর্জন্ম ঘটে অন্য এক সদ্য যুবতী রূপময়ীর। এই জনরুচি ও পুরুষতান্ত্রিকতার সৃষ্টি রূপময়ীর ছয়টি হাত —

> এক জোড়া হাত সে সহজেই সনাক্ত করতে পারে, এ তার পূর্বেকার অতিচেনা, নিত্যকর্ম সারবার, বাকি দু' জোড়া? সংশয়ে সন্দেহে টের পায় সে, এই পুরুষালী লোম বহুল এক জোড়া হাত তার বাবার কেননা এই হাতের স্নেহস্পর্শ তার জানা, অন্য জোড়া গম্ভীর শক্ত, কঠোর, তার সেনাপ্রধান স্বামীর হাত—সে হাত ছুঁয়েছিলো তার সমস্ত কিছু। রূপময়ী চমকায় শিহরায়। যুগপৎ আনন্দিত ও বিব্রত হয়।[৭২]

যদিও জনতা তাকে সৃষ্টি করেছে দু'জন পুরুষের রূপকল্পে—পিতা ও স্বামীর, তবু প্রথমে রূপময়ী হয়েছিল অহঙ্কারী, তার শক্তি ও ক্ষমতায় ছিল আস্থা। কিন্তু এক সময় সে বুঝতে পারে অসহায়তার স্বরূপটি :

> ... তারই নামে তার সমস্ত কর্ম পরিচালনা করে দুই জোড়া পুরুষালী, লোমশ, কঠোর হাত। রূপময়ী কিছুতেই যাদের এড়াতে পারে না। তার সম্মুখ ও পশ্চাত ঘিরে, অতীত ও ভবিষ্যত ঘিরে সাতিশয় তৎপর দুইজোড়া অবাঞ্ছিত মৃত মানুষের হাত।[৭৩]

রূপময়ীর ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে চায়, সে তার শরীর থেকে পিতা ও স্বামীর পুরুষালি হাত বিচ্ছিন্ন করতে চায়। কিন্তু, রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম এবং যে জনতা তাকে দেবীরূপে বন্দনা করেছিল, তারা একত্রিত হয়ে হিংস্র আঘাত হানে রূপময়ীর নারীব্যক্তিত্বে, রক্তাক্ত হয় একক রূপময়ীর দেহ ; সম্পূর্ণ হয় আত্ম-আবিষ্কার। 'কাঁঠাল', গল্পে পুরুষতান্ত্রিকতাকে ধূর্ত শেয়ালের প্রতীকে চিহ্নিত করে নারী অসহায়তার স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নারীর স্বতন্ত্র ও নিজস্ব জীবনাকাঙ্ক্ষার বিপরীতে পুরুষশাসিত বিবাহাচার অমানবিক রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে গল্পটিতে। 'জ্বিনের কন্যা' গল্পে নারী-অস্তিত্বের জাগরণ ঘটেছে প্রতিশোধস্পৃহার ভেতর এবং 'আরো কিছু বিসর্জন দেয়ার আছে' গল্পে শৃঙ্খলিত

---

৭২ শাহনাজ মুন্নী, 'রূপময়ীর ছয়টি হাত', *জ্বিনের কন্যা*, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৬
৭৩ ঐ, পৃ. ১৭

নারীসত্তার অস্তিত্ববিনষ্টির ভেতর দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উত্থান-ইঙ্গিত ধ্বনিত। শাহনাজ মুন্নী তাঁর গল্পে সচেতন ভাবেই সেমেটিক ধর্ম, ভারতীয় মিথ ও লোকপুরাণ, রূপকথা প্রভৃতির অন্তঃস্থিত কিছু নারীভাবনা ও চরিত্রকে পুনর্মূল্যায়ন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আচরণে সৃষ্টিশীল রচনায় পরিণত করেছেন। তাঁর আধুনিক নারীবোধ আক্রোশমূলক নয়, সূফি ও বৈষ্ণব তত্ত্বের মতোই সমন্বয়ধর্মী :

> আমি সত্যই যে রমণী স্বরূপ সনাতনী রমণী কিংবা ত্রিতত্ত্বরূপিণী, যাকে কখনো নিত্য গতিশীল আদিমাতা প্রজ্ঞাও বলা হয় যেন অনাদিকাল হতে দুইরূপে বিরাজমান, যেন একমাত্র ঈশ্বর প্রথমে দ্বিধা বিভক্ত হইলেন । তাহার একভাগ স্ত্রী হইল এবং অপর ভাগে তিনি স্বয়ং বিভু পুরুষরূপে রহিলেন। ... আমার দুটি খণ্ড একমাত্র প্রেমেই হয় একীভূত, প্রেমের বিকাশে আমার মাধুর্য বিকশিত, পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত। প্রেম নেত্রে দেখি সব স্বরূপ প্রকাশ। প্রেমনেত্রে দেখি আহা কৃষ্ণের বিলাস।[৭৪]

সাম্প্রতিক ছোটগল্পকারদের মধ্যে মাখরাজ খানের 'বিজ্ঞাপন ও মানুষের গল্প' (১৯৮৯), জিয়া হাসানের 'একটি লাউয়ের রচনা' (১৯৯৫), শোয়েব রেজাউর রহমানের 'মানস নগরী' (১৯৯৫), সালাম সালেহ উদ্‌দীনের 'অদূরবর্তী কেউ' (১৯৯৭) প্রভৃতি গ্রন্থ বিষয় বৈশিষ্ট্যে উল্লেখযোগ্য। মাখরাজ খানের গল্পে লোভ ও লিবিডো স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত। তাঁর নীরিক্ষাপ্রধান গল্পে লিবিডো চর্চা সৃষ্টিশীলতায় উত্তীর্ণ না-ও হতে পারে। জিয়া হাসানের গল্পে সর্ববিস্তারি যৌনবোধ সামাজিক বিদ্রূপ ও আত্মপতক আবিষ্কারের মাধ্যম।

সাম্প্রতিক ছোটগল্প বিষয়ের ক্ষেত্রে দু'টি প্রধান প্রবণতার স্রোত পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর দিয়ে বিকশিত হয়েছে। একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক - সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতার সূত্রে নৈঃসঙ্গ্যতায় আক্রান্ত ব্যক্তি এবং শেষ পর্যন্ত আত্মবিচ্ছিন্ন হয়ে অস্তিত্ববিনষ্টির পথে এগিয়ে যায়। এ-প্রক্রিয়ায় জীবন হতাশা ও শূন্যতায় পরিপূর্ণ ; ধর্ষকামিতা ও লিবিডো কেন্দ্রিক আত্মক্ষয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। অন্য প্রবণতায় ব্যক্তি সমাজ-সংঘে সম্পৃক্ত। এখানেও হতাশা ও শূন্যতা সক্রিয়, তবে অনুধাবনের স্থিরতা, বিশ্লেষণ ও উজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা এখানে ব্যক্তিকে চালিত করে। ব্যক্তি, ঐতিহ্য কিংবা সমকালীনতাসূত্রে অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পায়, জীবনের আশাবাদ ক্ষীণ হলেও দানা বাধে। প্রকৃতপক্ষে দু'টি প্রবণতা সমন্বিত হয়েই বিশেষ সময়খণ্ডে অবস্থিত

---

৭৪. 'প্রেমবাজার', ঐ, পৃ. ৭৯.

জীবনকে পূর্ণ করে তোলে। হাজার বছরের বাঙালি জীবনে স্বাধীনতার একটি মাত্র বিজয় অর্থহীন হয়ে যেতে দেখেছেন সাম্প্রতিক গল্পকারেরা সমরাস্ত্র ও তার ছত্রচ্ছায়ায় বিকশিত ধর্মান্ধতার আক্রমণে। সংবেদনশীল মধ্যবিত্তের সৃজনশীলতার অন্যতম মাধ্যম ছোটগল্প সেই পরাভব চেতনাকেই ধারণ করে আছে। উপকরণ সংগ্রহে নগর প্রাধান্য পেলেও সমাজ–সম্পৃক্তি তাঁদের দৃষ্টি প্রসারিত করেছে, তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন শ্রেণীবৃত্তের বাইরে। তবে নগর ও গ্রামজীবন স্পষ্ট দ্বিধা বিভক্ত সাম্প্রতিক ছোটগল্পে। সমকালীন জাতিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি–চক্রান্ত নগরজীবনকে যতোটা আলোড়িত, উদ্বোধিত,অক্ষম ও ব্যর্থতাবোধে আক্রান্ত করেছে, মৃত্তিকাস্পর্শী শ্রমনিষ্ঠ গ্রামজীবনকে ততোটা করেনি। ফলে হতাশা, শূন্যতা, আত্মবিনষ্টি রয়ে গেছে নাগরিক মধ্যবিত্তের একক অধিকারে। গ্রামীণ জীবন আশ্বস্ত থেকেছে তার কর্ম ও অন্নের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, গ্রাম্য টাউটই তার প্রধান শত্রু এবং ধর্ম ও যৌনতার প্রাচীন নির্যাতন তো আছেই। মূলত সামরিক শাসন মধ্যবিত্ত–জীবনের মানসিক শান্তি যতোটা নষ্ট করেছে, অন্য কারোই ততোটা নয়। ফলে মধ্যবিত্তজীবনের চিত্র হিসেবে সাম্প্রতিক ছোটগল্প ব্যক্তির আত্মখনন, আত্মপীড়ন ও অবচেতনায় ভীত–অন্তর্মুখিতার রূপকল্প। গল্পকারদের ভেতর মুক্তিযুদ্ধ প্রত্যক্ষ ঘটনা হিসেবে ধরা পড়েনি, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করেছে। এর ফলে সাম্প্রতিক গল্পকারদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গল্প স্বল্প, তবে যুদ্ধ মিশে আছে জীবনের বাস্তবতায়, যাবতীয় উজ্জীবনে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্তির মানবীয় আকাঙ্ক্ষায়, তাই সাম্প্রতিক ছোটগল্পও নিরাশার ভেতর দিয়ে আশার আলো জ্বেলে দিতে চায় ; বিনষ্টির ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয় তীব্র জীবন–প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।